খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর
ভাবনায় স্রষ্টার সাযুজ্য লাভের
পথ ও পাথেয়

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ■ সংখ্যা ১ ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

'হুজ হু বাংলাদেশ' ২০২২
অ্যাওয়ার্ড পেলেন
কাজী রফিকুল আলম

মিশন বার্তার

নতুন যাত্রা শুভ হোক

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এই মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা-শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে এ বছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Hotline : 10617, E-mail: info.ammcu@gmail.com, Web: www.ammch.edu.bd, /ahsaniamedicalcollege

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ❑ সংখ্যা ১ ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

'হুজ হু বাংলাদেশ ২০২২' পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মিশন প্রধানের গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের তালিকায় আরও একটি নতুন সংযোজন হলো। মানবসেবার যে ব্রত নিয়ে আশির দশকে তিনি মিশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, সেই সেবার ব্রত আজও তাঁর মননে-মগজে চিরজাগ্রত। আর তা্রই ফসল ২২-এর হুজ হু পুরস্কার প্রাপ্তি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিবেদনে ICT ব্যবহারে নারী-পুরুষের বৈষম্যের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিলোপ না হলে টেকসই উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত সময়ে সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, আমার জীবনধারা ও ভক্তের পত্রসহ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিভিন্ন পরজাগতিক সৃষ্টিকর্মের সারসংক্ষেপ উল্লেখপূর্বক স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অতিমূল্যবান কিছু উক্তি উঠে এসেছে স্রষ্টার সাযুজ্য লাভের পথ ও পাথেয় প্রবন্ধটিতে।

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর চেয়ে পরোক্ষভাবে ধূমপানজনিত ক্ষতির শিকার মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন চেয়েছেন বরেণ্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা। দেশকে তামাকমুক্ত করতে এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করবৃদ্ধির নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে মিশন। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালনে সচেতনতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তামাকজাত পণ্য নিষিদ্ধ করার দাবী উঠেছে।

জীবনে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও চর্চার বিষয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে E2SD। লিটল ডাকলিংসের ছোট-মনিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসব-আয়োজন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ ও মিশন প্রতিষ্ঠাতার জীবনাদর্শসহ মিশনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোরও বেশকিছু টুকরো খবর মিলবে মিশন বার্তার এই সংখ্যায়।

আশা করি পাঠক এগুলো থেকে মিশনের কর্ম-পরিধি সম্পর্কে আংশিক হলেও জানতে সক্ষম হবেন।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রতিবেদন ৩
'হুজ হু বাংলাদেশ' ২০২২ অ্যাওয়ার্ড পেলেন
কাজী রফিকুল আলম

প্রচ্ছদ কাহিনী ৪-৮
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩
নিয়ে লিখেছেন মো. মনিরুজ্জামান

প্রতিবেদন ৯-১৪
স্বাস্থ্য ১৭-১৯
শিক্ষা ২২-২৪
মানবাধিকার ২৭-২৮
বিবিধ ২৯

১৫
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫৩তম
বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

১৬
ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে উদ্যোক্তা
মো. সাইফুল ইসলাম, নরসিংদী থেকে
ফিরে

২১
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০তম
জন্মবার্ষিকী উদযাপন

২৬
উৎসবে আয়োজনে লিটল ডাকলিংস

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
প্রাইম আর্ট প্রেস লি., ৪৯/১,পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের কাছ থেকে হুজ হু বাংলাদেশ ২০২২ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

'হুজ হু বাংলাদেশ' ২০২২ অ্যাওয়ার্ড পেলেন কাজী রফিকুল আলম

দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখায় 'হুজ হু বাংলাদেশ' ২০২২ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশের আরও ১১ গুণী ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে একই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

৩ জানুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত গুণীজনদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক ড. মোহাম্মদ ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস প্রতিনিধি, হুজ হু বাংলাদেশের সম্পাদক লুৎফুন নাহার তাপসী, প্রধান নির্বাহী নাজিনুর রহিমসহ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিগত দিনে এই অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে চ্যানেল আইয়ের পরিচালক শাইখ সিরাজসহ অনেকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, 'হুজ হু' ১৮৪৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যসহ সারা বিশ্বের অনুসরণীয় গুণীজনদের পদক প্রদান ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করে আসছে। এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৩৩ হাজার গুণীজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছে হুজ হু। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু ২০১৫ সালে। প্রতি ২ বছর অন্তর 'হুজ হু বাংলাদেশ' এই অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আসছে।

'হুজ হু বাংলাদেশ' ২০২২ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন-শিক্ষায় অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শিল্প ও সংস্কৃতিতে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা, সাংবাদিকতায় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম, শিল্প ও সাহিত্যে ড. অগাস্টিন ক্রুজ, সামাজিক কর্মকাণ্ডে সমাজসেবক ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, ক্রীড়ায় শুটার সাবরিনা সুলতানা, কৃষিতে লায়ন কহিনুর কামাল, শিল্প-বাণিজ্যে এস এস গ্রুপের স্বত্বাধিকারী মু. আবু সাদেক, উদ্যোক্তায় স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির ম্যানেজিং পার্টনার সুলাইমান এস আযানী, নারী উদ্যোক্তায় 'উই'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিশা, পেশাজীবী বিভাগে বিএসএমএমইউ উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শরফুদ্দিন আহমেদ, আজীবন সম্মাননা শিল্পী রফিকুন নবী এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা পেয়েছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)।

কাজী রফিকুল আলম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) সভাপতি কাজী রফিকুল আলম যুক্তরাজ্য থেকে শিক্ষায় বিশেষত্বসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাস করেন। তিনি ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পরিচালক (পরিকল্পনা) পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে কোনো বেতন বা ভাতা ছাড়াই দুস্থ মানবতার সেবায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে (ডাম) পূর্ণকালীন কর্মী হিসেবে যোগদান করেন।

তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে, ডাম এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী এনজিও-ইউনেস্কো লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। তিনি বর্তমানে- Campaign for Popular Education (CAMPE)-এর চেয়ারপারসন। তিনি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এডুকেশন ফর অল (ইএফএ), ইউনেস্কো, প্যারিসের সদস্য ছিলেন এবং ইউনেস্কো রিসোর্স পার্সন হিসেবে এশিয়া-প্যাসিফিক কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেস্কো-জাপান এবং আইসেসকোসহ সবার জন্য শিক্ষা প্রচারে বিশ্বব্যাপী ৮০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক কর্মশালা পরিচালনা করেছেন।

কাজী রফিকুল আলম আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আউস্ট) প্রতিষ্ঠা করেন। এর বাইরে তিনি বেশ কয়েকটি মূলধারার স্কুল, কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানীর উত্তরায় বেসরকারি খাতে প্রথম আন্তর্জাতিকমানের ৫০০ শয্যার ক্যান্সার হাসপাতাল নো-লস-নো-প্রফিট ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দরিদ্র রোগীরা তুলনামূলক স্বল্প খরচে আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসাসেবা পেয়ে থাকে। তাঁর উদ্ভাবিত মাল্টি-গ্রেড টিচিং-লার্নিং (এমজিটিএল), প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন (ইসিডি), ইউনেস্কোর কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি), যা সারাদেশে গণকেন্দ্র নামে পরিচিত, সারাদেশে ২০০টি কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার (সিআরসি) প্রান্তিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কাজী রফিকুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০টির অধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ ১৬টি পুরস্কার লাভ করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যালি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩

মো. মনিরুজ্জামান

> এ বছর আন্তর্জাতিকভাবে ‘Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রয়েছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও তাৎপর্য। ১৮৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, শ্রমঘণ্টা ১৬ থেকে ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নসহ নানা দাবি ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই দিবসটির সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আরও নানা জায়গায়। বিভিন্ন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন-এর প্রস্তাবক্রমে এই দিনটিকে সারা বিশ্বে ‘নারী দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ প্রথমবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত: নারী দিবসের প্রেরণা থেকেই নারী আন্দোলন বিকশিত হয়েছে এবং এই ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফলেই বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

এ বছর আন্তর্জাতিকভাবে ‘Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়। বাংলাদেশে ‘টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য’ এ থিমকে সামনে রেখে তথ্যপ্রযুক্তির নানা ধরনের উদ্ভাবনীতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীকে অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য সকল পর্যায়ে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং জেন্ডার সমতা আনয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সামাজিক সুরক্ষা ও বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে নারীর উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রয়েছে হেলপ লাইন, আশ্রয়কেন্দ্র ও স্পেশাল ‘Digital Innovation & Technology for Gender Equality’ যৌগ তৈরি করার জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে রয়েছে ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্কুল, কলেজে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া লার্নিং-এর ব্যবস্থা এবং মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে নানা ধরনের সেবা গ্রহণ ও সেবা প্রদান। নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূর করার ও জেন্ডার সমতা আনয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সেবামূলক এবং টেকসই অবকাঠামোগুলোতে নারীর প্রবেশাধিকার বাড়ানো।

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। নিজেদের মতামত ব্যক্ত করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপ্তি বেড়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ঘরে-বাইরে সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারী তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু আজও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীদের দক্ষতা-সক্ষমতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। এখনও বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। কর্মজীবী নারীদের জন্য তেমন কোন সুরক্ষা নেই। নেই মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা। গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীরা শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হন না। বরং কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাদের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সন্তানসম্ভবা হলে এখনও অনেক নারী শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এগুলো নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য, অবজ্ঞা, উপেক্ষা নির্যাতনের মানসিকতা নির্মূল করার মাধ্যমেই সম্ভব। আর এ জন্য সবার আগে বদলাতে হবে আমাদের গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, পুরোনো ধ্যানধারণা, আইন, নীতি ও মূল্যবোধ। প্রতিষ্ঠা করতে হবে আইনের শাসন ও রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর অতিমারির সময় নারীর প্রতি সহিংসতা ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায়, আমাদের সামনে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ দৃশ্যমান। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জেন্ডার সমতা সম্পর্কে তার লেখনিতে ফুটে উঠেছে অসাধারণ এক বিজ্ঞান মনোস্কভাবনা, 'খোদার অভিপ্রেত নহে যে, মানব জাতির অর্ধাংশ (নারী) অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল গার্হস্থ্য কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পুরুষের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইবে, শাসন বিভাগের অংশী হইতে হইবে, দেশ রক্ষার জন্য সহায়তা করিতে হইবে।'

প্রতিষ্ঠাতার জেন্ডার সমতার ভাবনা থেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে একটি জেন্ডার পলিসি প্রণীত রয়েছে। জেন্ডার একটি ক্রসকাটিং বিষয় যা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কৌশলপত্র ২০১৫-২০২৫ এ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সকল কার্যক্রমের এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এই জেন্ডার সমতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও যৌননির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধকল্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রয়েছে 'Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)' পলিসি, এন্টি হ্যারাসমেন্ট পলিসি এবং Staff Code of Conduct। সংস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেক্টর, বিভাগ ও ইউনিটে রয়েছে PSEA ফোকাল পার্সন। যারা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কেক কাটা হয়

'জিরো টলারেন্স' পলিসি বাস্তবায়ন এবং নারী সহকর্মীকে শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানী বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও রয়েছে জেন্ডার রোড ম্যাপ-২০১৫-২০২৫, যার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা।

বর্তমানে 'Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)'-এর বিষয়ে একটি মডিউল তৈরি হচ্ছে যেই মডিউল অনুযায়ী একজন ব্যবস্থাপক জেন্ডার রেসপনসিভ কর্ম পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে, জেন্ডার বৈষম্য ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করবে এবং কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে কাজ করবে। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নারী কর্মীর উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য দেশে বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে। বিভিন্ন কমিটিতে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নির্যাতনের শিকার নারী, মানবপাচার, বাল্য বিবাহের শিকার, হারানো এবং এতিম শিশু ও নারীদের জন্য রয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র। এছাড়াও মাদকাসক্ত যুব নারী ও পুরুষের জন্যও রয়েছে মাদক নিরাময় কেন্দ্র। এছাড়াও দরিদ্র ও অসহায় নারী, কিশোরী ও যুবকদের জন্য রয়েছে ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। আরও রয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারী, পুরুষ, যুবক, কিশোর, কিশোরী ও শিশুদের শিক্ষা, দক্ষতা ও জীবন জীবিকা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রকারান্তরে এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা আনয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভূমিকা রাখছে।

> **প্রকারান্তরে এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা আনয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভূমিকা রাখছে**

<u>নারী যখন ডিজিটাল বৈষম্যের শিকার</u>

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া এলাকার বাসিন্দা সেতু মণ্ডল (৪০) একটি প্রতিবেদনের প্রয়োজনে তাঁর মুঠোফোনে নম্বর চাইলে কিশোর ছেলেকে ডেকে আনলেন এবং প্রতিবেদকের সামনে বললেন, মুঠোফোন নম্বর তাঁর নিজের মুখস্থ নেই, ছেলে জানে, তিনি শুধু কল এলে ধরেন, তাঁর স্মার্টফোনটি ছেলের কাছেই থাকে।

সরকারের মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিতে এবার তালিকাভুক্ত হয়েছেন ঢাকার কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়নের গুইতা কৃষ্ণনগর গ্রামের অন্তঃস্বত্তা কবিতা রানী মণ্ডল। তালিকাভুক্ত হতে অনলাইন আবেদনে যে মুঠোফোন নম্বরটি ব্যবহার করেছেন, সেটি তাঁর স্বামী দীপ্ত মণ্ডলের। কবিতার স্বামী জানান, তার স্ত্রী অনলাইনে আবেদন করতে পারেন না। তাই স্ত্রীর হয়ে তিনি নিজের মুঠোফোন নম্বর দিয়ে আবেদন করেছিলেন।

<u>প্রযুক্তি নারী-পুরুষের সমতার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে হবে</u>

সেতু মণ্ডল ও কবিতা রাণী মুঠোফোনের মালিক হলেও এই যন্ত্রের প্রযুক্তিগত অন্যান্য সুবিধা নেওয়ার বাইরে রয়েছেন। আবার নারীদের বড় একটি অংশের এখনো মুঠোফোন নেই। এছাড়া কম্পিউটার ও ল্যাপটপের মতো যন্ত্র থেকে তারা অনেক দূরে।

সেতু ও কবিতার মতো নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকার চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) একটি জরিপ প্রতিবেদনেও। ব্যক্তি ও পরিবারগুলোর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ও ব্যবহারের সুযোগের ওপর বিবিএস গত বছরের নভেম্বরে একটি প্রাথমিক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়েছে, দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষের নিজের মুঠোফোন রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে ৭২ শতাংশের বেশি এবং ৫১ শতাংশের বেশি নারীর নিজস্ব মুঠোফোন রয়েছে। নিজস্ব স্মার্টফোন আছে এমন পুরুষের হার প্রায় ৩৪ শতাংশ, নারী প্রায় ২১ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জরিপকালের শেষ তিন মাসের তথ্য অনুযায়ী, পুরুষের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংশ কম নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন। ইন্টারনেট ব্যবহার না করার পেছনে ৬৮ শতাংশ নারীই জানান, তাদের ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় না, কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন না। অন্যরা এলাকায় ইন্টারনেট না থাকা, এর খরচ বেশি, নিরাপত্তা, সামাজিক-সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না।

মুঠোফোন ও অপারেটরদের বৈশ্বিক সংগঠন জিএসএমের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুঠোফোন অর্থনীতি-২০২২ প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় ২৩ শতাংশ কম নারীর নিজস্ব মুঠোফোন রয়েছে। আবার প্রজন্মকে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনমুখী করতে স্কুল থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেটিও যন্ত্র (ডিভাইস) ও ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে কার্যকর করতে পারছে না। রাজধানীর চারটি বেসরকারি স্কুলের ৯২ শিক্ষার্থীর সঙ্গে দলগতভাবে কথা বলে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ওই চারটিসহ সারা দেশে ৯ হাজার ১টি নিম্ন ও মাধ্যমিক স্কুলে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, স্থাপন করেছে। আইসিটি বিষয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা এ ল্যাবের প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ২০৩০ সালে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ করার লক্ষ্য নিয়ে স্কুল থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা পর্যায়ে কাজ করছে সরকার। নারী-পুরুষের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে সরকার কাজ করছে। আগামী ৫-১০ বছরের মধ্য এ কাজের ফল পাওয়া যাবে।

<u>ইন্টারনেট ও মুঠোফোন ব্যবহার বৈষম্য</u>

তরুণদের ওপর সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (নানেম) ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে (ডাইনোমিকস অব ইয়ুথ অ্যান্ড জেন্ডার ইনক্লুসিভিটি ইন টেকনোলজি ইন বাংলাদেশ) বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মুঠোফোন থাকার হার অর্ধেক। শহরের তুলনায় গ্রামের মেয়েদের ১৫ শতাংশ কম মুঠোফোন রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবারগুলোর মধ্যে সাধারণ একটি ধারণা আছে যে ইন্টারনেটযুক্ত মুঠোফোন থাকলে মেয়েরা সহজে ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। আবার প্রতারণার ফাঁদে পড়তে পারে। সানেমের গবেষণাটির অন্যতম গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক শাকিল আহমেদ বলেন, একই পরিবারের ছেলেটে যতটা সুযোগ পেয়েছে, মেয়েটি তা পাচ্ছে না। এ বৈষম্য প্রযুক্তিতে নারী-পুরুষের সমান অন্তর্ভুক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ

স্কুলেও তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে থাকার সুযোগ কম

চারটি স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, আইসিটি বিষয়ে পাঠ্যবই ও ল্যাব থাকলেও স্কুলে শেখার সুযোগ কম। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি বেশি তীব্র। কারণ, অনেক মেয়ের পরিবারে কম্পিউটার ও স্মার্টফোন ব্যবহারের সুযোগ কম। রাজধানীর মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউটের দুটি শাখায় নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ হাজার ২০০ ছাত্রী পড়ে। নবম ও দশম শ্রেণির মোট ৯২২ ছাত্রীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে ৫৫৬ জন। স্কুলটির ল্যাবে ১৭টি ল্যাপটপ রয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয়ে ল্যাবে ছাত্রীদের হাতে-কলমে শেখার কথা। তবে সেখানে খুব কমই যাওয়ার সুযোগ হয় ছাত্রীদের। নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞানের ছাত্রীরা কিছুটা সুযোগ পেলেও অন্যরা একেবারেই পায় না। ১ মার্চ ওই স্কুলে গিয়ে দলগতভাবে কথা হয় দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ৫৫ জন এবং বাণিজ্য বিভাগের দুজন ছাত্রীর সঙ্গে। এর মধ্যে ৮ জনের বাড়িতে কম্পিউটার, ১৫ জনের বাড়িতে ল্যাপটপ আছে। স্মাটফোন আছে সব ছাত্রীর অভিভাবকের, কারও কারও নিজের। ছাত্রীদের একজন জানায়, করোনাকালের পরও স্কুলের ল্যাবে যাওয়ার খুব একটা সুযোগ পাওয়া যায়নি। আইসিটি বইয়ের বেশির ভাগ পড়া ক্লাসে পড়ানো হয়। আরেক ছাত্রী জনায়, গত এক বছরে মাত্র দুবার ল্যাবে গিয়ে ক্লাস করতে পেরেছে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবহারিক ক্লাস তারা করে খাতায় ছবি কেটে কেটে লাগিয়ে, হাতে-কলমে নয়। স্কুলের ল্যাবের একমাত্র প্রশিক্ষক আহমাদ উল্লাহ কাসেমী বলেন, ছাত্রীর তুলনায় ল্যাপটপের সংখ্যা খুবই কম। একেকটি সেকশনের ব্যবহারিক ক্লাস দুই মাসে একবার নেওয়া সম্ভব হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জিন্নাত ফারহানা জানালেন, আরও ল্যাপটপ চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের 'শেখ রাসেল ল্যাব-এ ১১টি ল্যাপটপ রয়েছে। ১ মার্চ স্কুলে গিয়ে দশম শ্রেণির ১৭ ছাত্রীর সঙ্গে দলগতভাবে কথা বলে জানা যায়, দুজন ছাত্রীর বাসায় কম্পিউটার ও একজন ছাত্রীর বাসায় ল্যাপটপ আছে। স্মার্টফোন আছে প্রত্যেকের। ছাত্রীরা জানায়, প্রোগ্রামিংও মুখস্থ করা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক না হওয়ায় তারা কেউ নিজেরা প্রোগ্রামিং করতে জানে না।

২৮ ফেব্রুয়ারি সাতারকুল স্কুল অ্যান্ড কলেজে গিয়েও দেখা যায়, আইসিটির শিক্ষক ও

> আমরা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নারীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক কর্ম পরিবেশ তৈরির জন্য কিছু অঙ্গীকার করি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হই

ডিভাইসের অভাবে সেখানেও ল্যাবে ব্যবহারিক ক্লাসে ঘাটতি রয়েছে। আইসিটির শিক্ষক একজন। বিজ্ঞানের বিষয় পড়ান, এমন তিন শিক্ষকদের দিয়েও ক্লাস করানো হয়। স্কুলটিতে ১৪ শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয়, যাদের মধ্যে ৪ জনের বাড়িতে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ব্যবহারের সুযোগ আছে। বাকিরা স্কুলের ওপর নির্ভরশীল। সাতারকুল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হেলালউদ্দিন বলেন, ইচ্ছা থাকলেও অনেক বেশি কিছু শেখানো সম্ভব হয় না।

একই দিন দক্ষিণ বনশ্রী মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে গিয়ে কথা হয় চার শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তারা জানায়, প্রভাতি শাখায় একজন ও দিবা শাখায় একজন আইসিটি পড়ানোর শিক্ষক রয়েছে। অধ্যক্ষ সনৎ কুমার ঘোষ বলেন, এক শাখায় একজনের বেশি আইসিটির শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছেন না। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর প্রকল্প পরিচালক এস. এ এম রফিকুন্নবী। তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে ল্যাব ব্যবহার শতভাগ চর্চার মধ্যে আনার নির্দেশনা রয়েছে, এটা না হলে ফাঁকা থেকে যাবে।

ব্যবহার বলতে ফেসবুক-ইউটিউব

স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে ৯৮ শতাংশই জানিয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বলতে তারা ফেসবুক ও ইনস্টগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। আর ইউটিউবে গান শোনে, সিনেমা দেখে। তিনজন ছাড়া বাকিদের ফেসবুক জ্ঞানভিত্তিক কোনো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বেশির ভাগই জানে না অনলাইনে কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকোট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুব বেশি ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া যায় না। বাংলাদেশকে উদ্ভাবনের জায়গায় দেখতে চাইলে প্রযুক্তিতে মেয়েদের সুযোগ দিতে হবে। একটু সুযোগ দিলে নারী অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।

সুযোগ পেলে মেয়েরা ভালো করে

বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ২০১৯ সালের পাবনার ভাঙ্গুড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মেয়েদের এগিয়ে নিতে একটি প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়। ওই সময় প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পায় ভাঙ্গুড়া জরিনা রহিম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী সাদিয়া আনজুম। পরে সাদিয়া বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডে ২০২১ সালে এককভাবে এবং ২০২২ সালে ছোট ভাই ভাঙ্গুড়া পাবলিক স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রকে নিয়ে দলভিত্তিক পুরস্কার পান। সাদিয়ার নেতৃত্বে তিনজনের দল এরপর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়।

আসুন, আমরা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নারীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক কর্ম পরিবেশ তৈরির জন্য কিছু অঙ্গীকার করি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হই।

- ২০২৫ সালের মধ্যে সকল স্তরে নারী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- নারী কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- কর্মজীবী মায়ের শিশুর নিরাপদ অবস্থানের জন্য সকল কর্মক্ষেত্রে ডে কেয়ার সুবিধা রাখা;
- নারী সহকর্মীর প্রতি শারিরীক, মানসিক ও যৌন হয়রানী বন্ধে মিশনের 'জিরো টলারেন্স' নীতির সঠিক বাস্তবায়ন করা।

আসুন আমরা 'ন্যায্যতা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন ও আগামীর জন্য নারী-পুরুষ সমতার সমাজ গড়ি।

মো. মনিরুজ্জামান, যুগ্ম পরিচালক, এডুকেশন এন্ড টিভেট সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ভাবনায় স্রষ্টার সাযুজ্য লাভের পথ ও পাথেয়

ড. কাজী এহ্ছানুর রহমান

সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান এই সত্যময়কে পাওয়ার জন্য মহব্বত এখ্তেয়ারকে একমাত্র পাথেয় হিসাবে ধারন করলে সকল স্থানে তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশ্বস্ত করে চিন্তা দ্বারা অপ্রাপ্য হলেও প্রেমের দ্বারা সহজ-লভ্য বলে উল্লেখ করেছেন তিনি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জীবনদর্শনের অংশ হিসাবে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'কে মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলেন। এবাদতের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের জন্য তিনি স্রষ্টাকে চেনার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবাত্মা ও পরমাত্মার যে সম্পর্ক তা তিনি নিজের জীবনে যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনি ভক্ত-সতীর্থদেরকে দৈনন্দিন জীবনে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করার উপদেশ প্রদান করেছেন। খোদাতা'লাকে তিনি সর্ব্বদা হাজের নাজের মাহ্ছুছ করতে পরামর্শ দিয়েছেন এবং অন্তরীক্ষণ দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে বলেছেন। কেননা তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব চৈতন্যময় এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান এই সত্যময়কে পাওয়ার জন্য মহব্বত এখ্তেয়ারকে একমাত্র পাথেয় হিসাবে ধারন করলে সকল স্থানে তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশ্বস্ত করে চিন্তা দ্বারা অপ্রাপ্য হলেও প্রেমের দ্বারা সহজ-লভ্য বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, 'নিঃস্বার্থ মহব্বত, পরাণ ভরা ডাক, অশ্রুনীরের প্রবাহ, কল্বের তড়প, শরীরের কুঞ্চন, হৃদয়ের ব্যথা ও মনের ব্যাকুলতা' সমৃদ্ধ বান্দার প্রবল ইচ্ছা শক্তির নিকট আরাধ্য দূরে থাকতে পারেন না। মানব যখন তাঁর নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ করার জন্য ছুটে যায়, তিনিও ছুটে এসে তাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেন। ভক্তের পত্র গ্রন্থে সংকলিত তাঁর লিখিত একাধিক পত্রে এসব অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। যেমন পত্র সংখ্যা ৯৯, ১১৭, ১৫৯, ১৭২, ২১০।

এবাদতের পাশাপাশি স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে সেবাব্রতে জীবনকে গড়ে তোলার জন্যও তিনি মহব্বত বা ভালবাসাকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজে মানবের প্রতি ও সৃষ্টিকুলের প্রতি মহব্বত চর্চা করেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়তের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য 'মহব্বত পয়দা করাকে আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান লক্ষ্য' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর মানব সেবাব্রতের এই নিবেদনের ভিত্তিমূল হচ্ছে – খেদমতের আনন্দদর্শন। তাঁর নিজের কথায়, 'খেদমতে যে আনন্দ মখদুমিয়তে তাহা নাই'। তাই দেখা যায় সারা জীবন তিনি ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনায় ভক্ত, সতীর্থ ও বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতার বাণী নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজ করে গেছেন সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করতে, সমাজে একতার বন্ধন গড়ে তুলতে এবং শ্বাশত শান্তির অন্বেষায় মহব্বতের বাণী ছড়িয়ে দিতে।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের এবং নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' মুলমন্ত্রে নির্মিত আহ্ছানিয়া মিশন নামীয় যে রাজপথ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:) স্থাপন করে গেছেন, তার ভিত্তি রচনা করেছেন তিনি এভাবে–

'খেদমত করাই মিশনে একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা খাদেম হইতে ভালবাসি। ..... খাদেম হইয়া আমরা মানুষের মনকে জয় করিব, বক্তৃতার দ্বারা নয় কার্য্যের দ্বারা। আমরা দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করি এবং মুষ্টির চাউল বিক্রয় করি শিক্ষকের বেতন দেই, শ্রমিক বেশে স্বয়ং রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করি, নামাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করি, মিলাদ শরিফের প্রচলন দ্বারা রোগ শোক প্রশমিত করি, দুঃস্থ ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করি ইত্যাদি। ..... মেম্বরদিগের মধ্যে হাম-দরদী, ভ্রাতৃত্বভাব নিরহঙ্কার ও ত্যাগ-স্পৃহা মিশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুবকেরাই মিশনের স্তম্ভস্বরূপ। ..... শ্রমিক বেশে রাস্তা তৈয়ারী করিব, আর সেই রাস্তার আশেকের পদ-ধূলি বক্ষে লইয়া চরিতার্থ হইব, ক্ষুদ্র আমরা মহা দরবারে শোকরিয়া আদায় করিব! (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃঃ ১৯-১২০)

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর মানব সেবাব্রতের এই নিবেদনের ভিত্তিমূল হচ্ছে – খেদমতের আনন্দদর্শন। তাঁর নিজের কথায়, 'খেদমতে যে আনন্দ মখদুমিয়তে তাহা নাই'।

১৯৩৫ সালে আহ্ছানিয়া মিশন আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলেও, সৃষ্টের সেবার এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁর আকুতি লক্ষ্য করা যায় জীবনভর। ১৯২১ সালে লেখা এক পত্রেও এই ভাব ফুটে উঠেছে। ইছলামকে একটি কর্মনীতির নাম উল্লেখ করে কীভাবে ছুফীগণ প্রকৃত তত্ত্ব সন্ধানে ব্রতী হয় এবং নফ্ছে মোতমইন্নার সেবক হিসেবে জগতের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা ব্যস্ত তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য

অপরের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয় এবং ইহাতে তাঁহাদের সন্তুষ্টি। ইঁহাদের আমিত্ব জ্ঞান নাই, কেবলমাত্র বন্ধু-বান্ধবের উপকার সাধন করিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত নন ; কোন বিশেষ সমাজ বা সম্প্রদায়গত লোকের সেবা করিয়া ইঁহারা তৃপ্ত থাকেন না; বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ বা এশিয়া ইহাদের কর্ম্মকেন্দ্র নহে, বরং সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত জড় ও অজড় প্রকৃতির মঙ্গলই ইঁহাদের অভিপ্রেত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুর সহিত ইঁহাদের সন্তুষ্টি বিজড়িত। জগতে একটী কীটাণুকীটের উপকারের জন্য ইঁহারা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এই সোপানে উঠিলেই মানুষ তন্ময়তা লাভ করিতে পারে।" (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ৮৫)

খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের এই পথচলায় ভক্তদেরকে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র:)-এর বিভিন্ন সময়ে পত্রযোগে নির্দিষ্ট কিছু উপদেশ-নির্দেশনা দিয়েছেন, যার কয়েকটি নমুনা হিসেবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

- স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া মহাদরবারে করুণা ভিক্ষা করিবে–সিক্ত নয়নে, যুক্ত করে, তপ্ত-বক্ষে। সিক্তলোচনে তাঁহাকে ডাকিবে, দরুদ শরীফকে মূলমন্ত্র করিবে, জুম্আ-রাত্রির সদ্ব্যবহার করিবে, দরিদ্র মিছকীন ক্ষুধার্ত্তের খবর লইবে, গরীবের দেলকে খুশী করিবে। দিবাভাগে পরিশ্রম কর, আর রাত্রিকালে নামাজের কোলে বুক ভাসাইয়া কাঁদ, সব বেড়া পার হইয়া যাইবে। (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ১৪১, ১৭০, ১৮৪)
- তাঁহারই ওয়াস্তে সমগ্র জীবের খেদমত কর, নিকৃষ্ট জীবকে ঘৃণা করিওনা, পশু পক্ষীর প্রতি দয়া করিও, দরিদ্রের অশ্রু-জল নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া দিও, কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ গণনা করিও না, প্রেমময়ের ইয়াদ ব্যতীত একটি শ্বাসও নিক্ষেপ করিও না। (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ১৯৩)
- স্বীয় গৃহকে হোজ্রাতে পরিণত কর, দিনে শিক্ষা দাও, আর রাত্রিকালে চুপটী করিয়া শিক্ষা লও। ঐ চিন্তা করিবে, যে চিন্তায় মাহ্বুব ব্যতীত অপর কাহারও খেয়াল না থাকে। তিনি প্রভু ও তুমি দাস, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সে চিন্তায় উপস্থিত থাকিবে না। দুইজনে মুখোমুখী হইয়া কেবল ভাব বিনিময় করিতে থাকিবে, তাঁহাতেই নিজেকে ফানা করিয়া দিবে। (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ১৪০)
- জুম্আ রাত্রে শরীর ও মনকে বেশ পাক্ করিয়া একাকী ঘরের কোণে নির্জ্জনে একটু অন্ধকারের মধ্যে মছলা বিছাইয়া সারা মনটী দিয়া নামাজ ধীরে ধীরে পড়; আর মনে কর যে, খোদার সম্মুখে আছ, তিনি তোমার মনের সমস্ত খবর বুঝিতে পারিতেছেন, আর তোমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। যে পর্য্যন্ত মন ভরিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত ছেজ্দা হইতে মাথা তুলিবে না এবং খোদার কাছে মিনতি করিবে, যেন নিরাশ হইয়া তাঁহার দরবার হইতে ফিরিতে না হয়। (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ১৪৮)

সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতার সমন্বিত বজ্রআটুনী ভিতের উপর রচিত আহ্ছানিয়া মিশন নামীয় যে মহাসড়ক সে পথ খোদাপিয়াসী সকলের জন্য উন্মুক্ত

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) খোদাপ্রাপ্তির উপায় হিসেবে 'প্রেম মার্গ'কে 'জ্ঞান মার্গ' ও 'কর্ম মার্গ'-এর চেয়ে অধিক কার্যকর পদ্ধতি মনে করেছেন। মহব্বতকে তিনি পরশ পাথর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন – এই মহব্বত স্রষ্টার এবাদতে, এই মহব্বত সৃষ্টের সেবায়। মিশনের পরিচিতি বিশ্লেষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন, আমাদের মিশনের মূলমন্ত্র মহব্বত, সাচ্চা মহব্বত সকল এবাদতকে জয় করে। মহব্বত পাক্কা হ'লে হর হালতে মাহ্বুব দৃষ্টিগোচর হয় (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ১৮২. ২২৩, ২৩০, ২৪০)।

মিশন প্রতিষ্ঠাতা সকল শ্রেণীকে, ধর্ম্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করে ভক্ত-সতীর্থদের আহ্বান জানিয়েছেন, পবিত্রতার সহিত একছুয়ী পয়দা কর, নিঃস্বার্থে ভালবাসিতে শিখ, ব্যথিতের অন্তঃকরণ শীতল কর, পরাণ ভরিয়া প্রিয়তমকে পূজা কর। খোদাওয়ান্দ করিম সন্তুষ্ট হইলে সব অভাব ঘুচিয়া যাইবে, মনে শান্তি আসিবে, দুঃখের মধ্যে অচল থাকিতে পারিবে, অন্তঃকরণে বল পাইবে (আমার জীবনধারা, পৃঃ ১৩০ ও ভক্তের পত্র. পত্র সংখ্যা ১০২)।

তিনি আরও বলেছেন,

- সকলকে মহব্বত শিখাও, কার্য্যে মহব্বত দেখাও, সকলে মহব্বতের সূত্রে গ্রথিত হও। ছোট বড় ভুলিয়া রোষ, লোভ, লালচকে বিদায় দিয়া সকলেই মহব্বতের সেবক হও। এরূপ হও, যেন তোমাদিগকে দেখিলেই লোকে আকৃষ্ট হয়, তোমাদিগকে মহব্বতের চক্ষে দেখিতে থাকে, তোমাদেরই প্রশংসা করে। (ভক্তের পত্র; পত্র সংখ্যা ১৫০)
- প্রাণ ভরিয়া সরল মনে অনুক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ করিলে সে তোমারই হইয়া যাইবে, অনুক্ষণ তাঁহাকে হৃদয়পটে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। স্মৃতির সহিত ভক্তি মিশ্রিত মহব্বত আবশ্যক, যে স্মৃতিতে প্রেমরস মাখা নাই সে স্মৃতি বৃথা। ..... প্রেমময়কে স্মরণ করিতে হইলে প্রেমিক হওয়া আবশ্যক। যে স্মৃতিতে ব্যাকুলতা নাই তাহা অনুপাদেয়, যে এয়াদে আকর্ষণ নাই তাহা অসম্পূর্ণ। তাঁহাকে ডাক, ভক্তিভরে ডাক, ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে থাক, নিশ্চয়ই সাড়া দিবে। (পত্র সংখ্যা ৪৩)

সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতার সমন্বিত বজ্রআটুনী ভিতের ওপর রচিত আহ্ছানিয়া মিশন নামীয় যে মহাসড়ক সে পথ খোদাপিয়াসী সকলের জন্য উন্মুক্ত। সে পথের সেবকদের সকলকে অনন্তকাল পথচারী আশেকদের খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সারথি হয়ে কর্মপরিকল্পনা করতে হবে মিশন প্রতিষ্ঠাতার লালিত স্বপ্ন – স্রষ্টার সাথে সংযোগ সাধনের লক্ষ্যে মানবের আত্মিক উন্নয়ন ও সামাজিক সেবার কাজ অবিরতভাবে চালিয়ে যাবার জন্য, একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধনে নিরন্তর প্রয়াসী হতে।

(খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লালমনিরহাট আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের সংক্ষেপিত অংশ)

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধির জন্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের বিবৃতি

জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন দেশের প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালের ১৫০ জন চিকিৎসক। বিবৃতি প্রদানকারী উল্লেখযোগ্য ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ হলেন অধ্যাপক ডা. এম এ হাই, পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি হাসপাতাল ও ওয়েলফেয়ার হোম, অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিনিয়র কন্সালটেন্ট, রেডিয়েশন অনকোলজি, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আকরাম হোসেন, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি এবং রেডিওথেরাপি, স্কয়ার হাসপাতাল, অধ্যাপক ডা. এ এম এম শরিফুল আলম, সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও বিভাগীয় প্রধান ক্লিনিক্যাল অনকোলজি, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল প্রমুখ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে এক যৌথ বিবৃতিতে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান আটটি কারণের ছয়টির সাথেই তামাক জড়িত। তামাক ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি যেমন ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, শ্বাসকষ্ট ও পায়ে পচন এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক জর্দা ও সাদাপাতা ব্যবহারের ফলে খাদ্যনালীতে ক্যান্সারসহ নানা শারীরিক জটিলতা সম্পর্কে এখন আর কারো অজানা নয়। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখনও ৩৫.৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন, ধূমপান না করেও প্রায় ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বিভিন্ন পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। তামাক ব্যবহারের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, সিওপিডি বা ফুসফুসের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি ৫৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ধরনের ক্যান্সার হবার ঝুঁকি ১০৯ শতাংশ বেড়ে যায়। এ কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে। এমতবস্থায় তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের মাধ্যমে মূল্য বাড়িয়ে তামাকের ব্যবহার হ্রাসে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। এতে করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনেও তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যাপক ডা. এম এ হাই

অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক

অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী

অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আকরাম হোসেন

অধ্যাপক ডা. এএমএম শরিফুল আলম

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, ২০২০-২১ সালের তুলনায় ২০২১-২২ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২ হাজার ৫৫৪ ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৯১ ডলার। অথচ এসময়ে বেশীরভাগ সিগারেটের দাম হয় প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে অথবা সামান্য বেড়েছে। ফলে বর্তমানে সিগারেট অধিক সহজলভ্য হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে বিড়ি-সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রিও তামাকজাত দ্রব্যকে সহজলভ্য করছে। এর ফলে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে ছাড়া কমছে না। অন্যদিকে নিম্নআয়ের মানুষেরাও ধূমপানে নিরুসাহিত না হয়ে বরং উৎসাহিত হয়ে পড়ছে। এতে করে তারা আর্থিক ও শারীরিক উভয় ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এখনই এটা নিয়ন্ত্রণে না আনা গেলে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা অসম্ভব হবে। এমতাবস্থায় বিড়ি-সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি আইন করে নিষিদ্ধ করা উচিৎ। বিশ্বের বহু দেশে খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ রয়েছে। বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে সংশোধন করেও এটা করা যায়। এটা এখনই কার্যকর করা উচিৎ। পাশাপাশি করারোপের মাধ্যমে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা জরুরি।

আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সর্বোপরি জনস্বার্থে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ এবং তামাকের কর বৃদ্ধি জরুরি। বাংলাদেশে বর্তমান তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল বিধায় তামাকের ব্যবহার ও ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমানে সিগারেট খুবই সস্তা ও সহজলভ্য হয়ে পড়ছে। ফলে ধূমপান ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে ধূমপায়ীরা তুলনামূলক কমদামী সিগারেট বেছে নিতে পারছে। তাই কর কাঠামোকে সহজ করতে এটাকে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে তামাক নিয়ন্ত্রণে এটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ধূমপায়ীদের নিরুৎসাহিত করতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আরও শক্তিশালী করে প্রণয়ন এবং কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা আশু জরুরি বলে তাঁরা অভিমত দেন। প্রধানমন্ত্রীর '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশের' ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরও কঠোর করা ও বিদ্যমান তামাকজাত দ্রব্যের কর কাঠামোর সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই বলেও তারা বিবৃতিতে জানান।

নৈতিক শিক্ষা ওয়ার্কবুক-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (E2SD)-এর শিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তারা

নৈতিকতা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়

মোরশেদুল আলম চৌধুরী

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯৩টি দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ-ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিকতা চর্চা করা না গেলে প্রকৃত অর্থে এই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূলত টেকসই উন্নয়ন এবং নৈতিকতা চর্চা একে অপরের পরিপূরক। তাই, নৈতিকতা চর্চার বিষয়গুলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রে নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে তরুণ সমাজ তথা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করছে এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (E2SD)। তরুণ মনে নৈতিকতার বার্তা সহজে পৌঁছাতে পারেন শিক্ষকরাই। এই শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিকতার ধারণা পরিষ্কার করা এবং শিক্ষার্থীদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ 'নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ'-এর আয়োজন করে E2SD।

> মূলত টেকসই উন্নয়ন এবং নৈতিকতা চর্চা একে অপরের পরিপূরক। তাই, নৈতিকতা চর্চার বিষয়গুলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে কঠোরভাবে নৈতিকতা পরিপালনের ওপর জোর দেন। তারা বলেন, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত না হলে পরিবার কিংবা রাষ্ট্র- কোনো পর্যায়েই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, ঢাকার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল মজিদ এবং বশির উদ্দিন আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. বিল্লাল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনলাইনে যুক্ত হন ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথ-এর সাবেক এক্সিকিউটিভ ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম।

উদ্বোধনী ও সমাপনী সেশন পরিচালনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেন ইটুএসডি-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, সমাজকে যে রকম দেখতে চেয়েছিলাম, সে রকম দেখছি না। দিনদিন মাথা নুয়ে আসছে। এর পরিবর্তন আনতে শিক্ষকদের রোলমডেল হতে হবে। আপনি যদি নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে না পারেন, নৈতিকতার বাণী শুনিয়ে কোনো লাভ হবে না। মহানবী এমন কিছু করতেন না, যা তিনি প্র্যাকটিস করতেন না। তিনি বলেন, আসলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানুষ গড়ার কারিগর নয়, মনুষ্যত্বের ভিত তৈরি হয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে। তিনি নৈতিক সমাজ গঠনে যথারীতি শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল বলেন, আমরা সবাই সুন্দর কথা বলতে অভ্যস্ত, সুন্দর কাজে অভ্যস্ত নই। যেটা আমরা করি না, সেটাই বলি। আমরা চাই সমাজ ভালো কাজ করুক, কিন্তু নিজেরা ভালো কাজ করি না। তিনি বলেন, মেকআপ দিয়ে মানুষের বহিরাবরণে সৌন্দর্য আনা যায়, কিন্তু ভেতরের সৌন্দর্য হলো নৈতিকতা। আমাদের উচিত, একটি আয়না সামনে রেখে নিজের চেহারাটা দেখা, নিজের ভেতরের মানুষকে খতিয়ে দেখা। এরপর নিজের ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করা। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মো. আবদুল মজিদ বলেন, শিক্ষকের কাজ হলো নিজেকে অনুকরণীয় করে তোলা। শিক্ষকরা নৈতিক হলে শিক্ষার্থীরা নৈতিক হতে বাধ্য। কারণ, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের হাঁটাচলা পর্যন্ত অনুসরণ করে। শিক্ষক যদি ক্লাসে দেরি করে আসেন, পাঠদানে দায়িত্বশীল না হন, কাজে ফাঁকি দেন, শিক্ষার্থীরাও সারাজীবন অনৈতিকতা লালন করবে। তিনি বলেন, শুধু শিক্ষার্থী কেন, সমাজও শিক্ষকদের ফলো করে। তারা সমাজের ম্যাসেঞ্জার। আজ যারা দুর্নীতি করছেন, টাকা পাচার করছেন, তারা আমাদেরই শিক্ষার্থী ছিলেন। তারা আমাদের অনুসরণ করে ভালো কিছু শেখেননি বলেই তাদের মধ্যে সততার অভাব রয়েছে। এর দায়ভার শিক্ষকদের নিতে হবে।

মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, নৈতিকতাকে আমরা আবশ্যিক মনে করছি না; পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে আমরা এটিকে অপশনাল মনে করছি। সমাজে এখন নৈতিকতার মূল্যায়ন কম। নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ কোণঠাসা। দুঃখের বিষয় হলো, আমরা পড়ালেখা করি স্রেফ সার্টিফিকেটের জন্য; সেটি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হলেও আমরা অর্জন করি। তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকে যদি ব্যক্তিপর্যায়ে দুর্নীতিমুক্তি থাকি, সমাজ বদলে যাবে; এ দুর্বিসহ অবস্থা আর থাকবে না।

আমরা প্রত্যেকে যদি ব্যক্তিপর্যায়ে দুর্নীতিমুক্তি থাকি, সমাজ বদলে যাবে; এ দুর্বিষহ অবস্থা আর থাকবে না

প্রশিক্ষণের প্রথম দিন 'পরিচিতি, প্রাক মূল্যায়ন, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন সিনিয়র সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী; 'দৈনন্দিন জীবনে আইন ও নৈতিকতা এবং এর চর্চার ক্ষেত্রসমূহ' নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান; 'নৈতিক শিক্ষার তত্ত্বগত ধারণা, বর্তমান সময় এবং এর গুরুত্ব' নিয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন ইটুএসডি-র সিইও কাজী আলী রেজা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপ-প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক মো. সাইফুজ্জামান রানা।

আগের দিনের পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী। এরপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে 'শিক্ষায় নৈতিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম। তিনি দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে দুর্নীতিমুক্ত ও নৈতিক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেন। পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি কর্মক্ষেত্রে জেঁকে বসা অনৈতিক দিকগুলোর সবিস্তার তুলে ধরেন এবং এসব প্রতিহত করতে শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এদিন 'প্রকৃতি, পরিবেশ ও নৈতিকতা' নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান; 'ভালো ও মন্দের ধারণা এবং যাপিত জীবনে এগুলো অনুসরণের কৌশল' নিয়ে আলোচনা করেন কাজী আলী রেজা; 'শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের দায়িত্ব' নিয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন মো. সাইফুজ্জামান রানা। নৈতিক শিক্ষা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য ইটুএসডি-প্রকাশিত 'নৈতিক শিক্ষা ওয়ার্কবুক' ব্যবহারের ওপরও তিনি আলোচনা করেন।

প্রসঙ্গত, নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠদানকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক ভাবনাসূত্র, নৈতিক-অনৈতিক কাজের তালিকা, ভালো-র প্রতিষ্ঠা এবং মন্দ প্রতিহত করা নিয়ে মতামত, করণীয়, পরিকল্পনা এবং আগের সপ্তাহের পাঠ-দানের ওপর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত এই ওয়ার্কবুক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

এরপর দিনের পর্যালোচনা করেন চিন্ময় মুৎসুদ্দী। এদিন বিকালে সমাপনী সেশন অনুষ্ঠিত হয়। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহীর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা মো. লকিয়ত উল্লাহ, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সাবেক সদস্য সালাহ উদ্দীন আহমেদ এবং আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান।

মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যে স্টেজে শিক্ষা দিচ্ছেন, সেখানে কচিকাঁচাদের নৈতিক বানানো সহজ। আপনারা যদি শিক্ষার্থীদের দিনে একটি করে বাক্য শেখান, যার সঙ্গে নৈতিকতা জড়িত, এটি সমাজকে নৈতিক করতে সাহায্য করবে।

নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফাজলি ইলাহী

কারণ, শিশুমনে শিক্ষকদের কথা সারাজীবন থেকে যায়। তিনি বলেন, নৈতিকতা না থাকলে উন্নয়ন টেকসই হবে না। শুধু উন্নয়ন কেন, নৈতিকতা না থাকলে সমাজ ও দেশের মৃত্যুও হতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সারা পৃথিবী আজ এই যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত। বিপুল প্রাণহানি হচ্ছে। এই যুদ্ধের কুশীলবরা নৈতিক হলে এই রক্তপাত বন্ধ হবে।

অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, ছোটবেলায় আমাদের স্কুলে লেখানো হতো- সদা সত্য কথা বলিব, গুরুজনদের সম্মান করিব। আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে সবসময় সত্য বলার, ভালো কাজ করার তাগাদা অনুভব করতাম, এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তিনি বলেন, ধর্ম যেমন নৈতিক আচরণ শেখায়, সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গও আমাদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেন, সমাজ এতই কলুষিত যে, মিথ্যা বলা যে ভয়াবহ অপরাধ, সেটা আমরা বুঝতেই পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হচ্ছে, যাদের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তারা আপনাদের কাছ থেকেই আসল শিক্ষাটা পাচ্ছে। আপনারা যদি তাদের নৈতিকতা শেখান, তারা নৈতিক হবে, সঙ্গে সমাজও নৈতিকতাসম্পন্ন হবে।

মো. লকিয়ত উল্লাহ বলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালনই সর্বোচ্চ নীতি-নৈতিকতা। আপনি নীতিবান হলে আপনার পার্শ্ববর্তী যারা, তারাও নীতিবান হতে বাধ্য। আমরা এমনভাবে নৈতিকতাসম্পন্ন টেকসই ব্যবস্থা তৈরি করে যাব, যাতে আমি না থাকলেও সেটা যথাযথ ভাবে চলমান থাকবে। তিনি শিক্ষকদের এ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সালাহ উদ্দীন আহমেদ বলেন, কান পাতলেই নৈতিকতার অবক্ষয়ের কথা শুনতে পাই। চোখ মেললেই বিষাক্ত পরিবেশ দেখতে পাই। এই সময়ে আমরা যদি আমাদের করণীয় সম্পন্ন না করি, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। তিনি বলেন, পরিবার এবং বিদ্যালয় থেকে যে ভালো কিছু শিখবে না, সে সমাজকে ভালো কিছু দেবে না। তিনি ভালো মানুষের জীবন থেকে নেওয়া গল্প কিংবা শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে শিক্ষার্থীদের কাছে নৈতিকতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক মো. মফিজুর রহমান বলেন, ইটুএসডির কাছ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক শিক্ষক তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিকতার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমিও আমার কলেজে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতিদিন জানতে চাই, আজ সকাল থেকে কে কী কী ভালো কাজ করেছে, কে বাবা-মাকে সালাম দিয়েছে, কে সকাল থেকে মিথ্যা বলেনি। এভাবে সৎকাজের প্রসার হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর; আর কারিগরের মধ্যে ত্রুটি থাকলে কোনো কিছুর গঠন সুসম্পন্ন হয় না। বন্ধু হয়ে নিজেকে শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি উপনীত করে তাদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে রাজধানীর ২১টি স্কুলের ৪০ জন শিক্ষক অংশ নেন। ওই স্কুলগুলোর শিক্ষকরা এই বছর সপ্তাহে একদিন অষ্টম, নবম বা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার ওপর পাঠদান করবেন এবং প্রাত্যহিক জীবনে এর চর্চার ওপর ব্যবহারিক ক্লাস নেবেন।

এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইটুএসডি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (NABIC)-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে 'সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন' নামে এই উদ্যোগের শুরু; ২০২৩-এর জানুয়ারিতে নতুন নামে এর পরিমার্জিত দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। সামাজিক, ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

মোরশেদুল আলম চৌধুরী, প্রকল্প সমন্বয়ক, ইটুএসডি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচিত নতুন সদস্যরা শপথ গ্রহণ করছেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলার অডিটোরিয়ামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন। এবছরও মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম অনলাইন ও ফেস টু ফেস উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যগণ Zoom Meeting App টেকনোলজী ব্যবহারের মাধ্যমে মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. এম গোলাম শরফুদ্দিন প্রতিবেদন উপস্থাপনের পূর্বে শোকার্ত হৃদয়ে স্মরণ করেন মিশনের আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য যারা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের অবদান তুলে ধরে বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করেন।

এরপর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয় এবং মিশন সাধারণ সম্পাদক ২০২১-২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইই), আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম, আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকা, আহ্ছানিয়া মিশন চিল্ড্রেন সিটি (এএমসিসি), কানন সেন্টার ফর এবানডন্ড চিলড্রেন এন্ড ডেস্টিটিউট ওমেন, আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা সেক্টর, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আউস্ট), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (কেএটিটিসি), আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ (এএমসি), আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (এআইটিভেট), আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজী (এআইআইসিটি), টিভেট, স্বাস্থ্য সেক্টর, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ) উত্তরা, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুর, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনোমিক ডেভলপমেন্ট (ডিএফইডি), আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ (এএমবিডিএইচ) বই বাজার, হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড (এইচএফসিএল), আহ্ছানিয়া ই সলুশন লিমিটেড (এইএস), নগরদোলা, ওয়াস সেক্টর, ঠিকানা, ভেকুটিয়া যশোর, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরসহ ২০২১-২২ সালের মিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম তুলে ধরেন।

এরপর ট্রেজারার কতৃক ২০২১-২২ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট পেশ করা হয়।

২১ সদস্য বিশিষ্ট ২০২২-২০২৪ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা

ক্রমিক নং	পদবী	নাম (সদস্য নং)
০১	সভাপতি	আলহাজ্জ কাজী রফিকুল আলম (১৯)
০২	সহ-সভাপতি	আলহাজ্জ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান (৩১)
০৩	সহ-সভাপতি	প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ (২৭)
০৪	সহ-সভাপতি	আলহাজ্জ প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম (৫১)
০৫	সাধারণ সম্পাদক	ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. এম গোলাম শরফুদ্দিন (৬৯)
০৬	কোষাধ্যক্ষ	ডাঃ এম. এ. জলিল (৩৪৭)
০৭	যুগ্ম-সম্পাদক	ডাঃ এম. ফখরুল ইসলাম (৩৭৯)
০৮	যুগ্ম-সম্পাদক	আলহাজ্জ মোঃ রফিকুল ইসলাম বাচ্চু (৩২৫)
০৯	সদস্য	আলহাজ্জ জহির আহাম্মদ (২১)
১০	সদস্য	অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী (৩৪৫)
১১	সদস্য	আলহাজ্জ মুহাম্মদ সেলিমউল্লাহ (১৩)
১২	সদস্য	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ (৩৫৬)
১৩	সদস্য	আলহাজ্জ মোঃ আবদুল কাইয়ূম (১২৭)
১৪	সদস্য	শেখ আনিসুর রহমান (৩৭৮)
১৫	সদস্য	ড. এম. এহ্ছানুর রহমান (৩১২)
১৬	সদস্য	জনাব শিব্বির মাহমুদ (৩৮২)
১৭	সদস্য	জনাব মোঃ সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল (৩০৬)
১৮	সদস্য	জনাব মতিউর রসুল মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (৩১০)
১৯	সদস্য	জনাব হাফিজ আহমেদ মজুমদার (৩৬০)
২০	সদস্য	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ ফারুক (৩৭৭)
২১	সদস্য	ড. শেখ আব্দুর রশীদ (৩৮০)

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে উদ্যোক্তা

মো. সাইফুল ইসলাম, নরসিংদী থেকে ফিরে

আজ থেকে এক যুগ আগের কথা। যাত্রীবাহী বাসে করে ঢাকা থেকে নরসিংদী ফিরছিলেন খালেদা বেগম। পথে হঠাৎই বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি বাস পাশ থেকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় বাসটি উল্টে যায় এবং জানালার পাশে বসা খালেদা বেগমের হাতে ও শরীরে প্রচন্ডভাবে বিঁধে যায় জানালার ভাঙা কাঁচ। মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সেখানে কেটে যায় বেশ কিছুদিন। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেলেও চিরতরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তার ডান হাত।

জীবনে বাঁক নেয়ার একটি ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু রেশটা অনেক গভীর। কারণ খালেদা বেগম যে শুধুই খালেদা বেগম তাই নয়, বরং সংসারের উপার্জনের একজন শক্ত হাতিয়ার। কিন্তু ঘটনা এখানে থেমে থাকেনা। অন্যের বাড়িতে কাজ করে উপার্জনকারী খালেদা বেগমের অক্ষম হওয়ার পর তার দিনমজুর স্বামী মফিজউদ্দিনও তাকে রেখে অন্যত্র চলে যায়। ছোটো ছোটো ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে অভাব আরও ঘনীভূত হয়। কিন্তু আহারতো জোগাতেই হবে। নিরন্নতা থেকে সন্তানদের একটুখানি হলেও মুক্তি দিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয় খালেদা। এভাবেই চলতে থাকে দিনগুলো। সন্তানেরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। অবশ্য পাশেই বাস করা নিজের ভাইয়ের কিছু সহযোগিতাও ছিল খালেদার পরিবারের প্রতি।

জীবনে মোড় ঘুরতে শুরু করে। অনুদান পাওয়ার পর থেকেই সে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে দোকান পরিচালনায় মনোযোগী হয়। দোকান ও ইজিবাইক থেকে তার মাসিক আয় প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা।

বলছিলাম নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নের উত্তর নারান্দি গ্রামের এক অসহায় নারীর কথা, যার জীবন-যুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একের পর এক পরাজয় নেমে আসে। শারীরিক ও মানসিকভাবে হেরে যেতে থাকে। কিন্তু হার শেষ পর্যন্ত মানেনি। স্বামী খোঁজ-খবর না রাখলেও নিজের উদ্যেমতা একেবারে মন থেকে যায়নি। ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে বার বার খালেদা। এক পর্যায়ে এসে সফলও হয় সে।

এদিকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ২০১৪ সালে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি শুরু করে। একই বছর খালেদা বেগম সমৃদ্ধি কর্মসূচির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শুকুন্দি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য খালেদা বেগমকে উদ্যমী সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার জন্য সংস্থার কাছে সুপারিশ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খালেদা বেগমকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ১,০০০০০/-(একলক্ষ) টাকা অনুদান দেয়া হয়। তার মধ্যে ৮০০০০/- টাকা দিয়ে ১টি ইজিবাইক কিনে ও ২০০০০/- টাকা দিয়ে বাড়ির সামনে মুদির দোকান শুরু করে। খালেদার বড় ছেলে ইজিবাইক চালান শুরু করে আর খালেদা ও তার বৃদ্ধ মা দোকান পরিচালনা শুরু করে।

জীবনে মোড় ঘুরতে শুরু করে। অনুদান পাওয়ার পর থেকেই সে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে দোকান পরিচালনায় মনোযোগী হয়। দোকান ও ইজিবাইক থেকে তার মাসিক আয় প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকা। ছোটো ছেলে ও মেয়ের লেখাপড়া খরচ যুগিয়েও সংসার চলছে। স্বচ্ছলতার হাসি ফুটে উঠেছে। ডিএফইডি'র মনোহরদী শাখা ব্যবস্থাপক মো. শরিফুল ইসলাম জানান, ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কর্মসংস্থানের পথ হওয়ায় এলাকায় তার সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও জানান, খালেদা বেগমের বর্তমানে সম্পদের পরিমান প্রায় ৩ লাখ টাকা। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যবসা আরও বড় করা। আর ছোটো ছেলে ও মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

১৫ জানুয়ারি ২০২৩ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশন অডিটরিয়ামে 'পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন

দেশকে তামাকমুক্ত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এমপি বলেন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে তামাক চাষ বন্ধ করা যাবে। চাষীদের হয়তো কিছু প্রণোদনা দিতে হবে। এসব জমিতে ধান, গম ও ভুট্টা চাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, তামাক উৎপাদক, সেবক, ব্যবসায়ী সবাই স্বীকার করে যে তামাক মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। মানুষের জীবন রক্ষার্থে তামাক বন্ধ করতে হবে। জেনেশুনে বিষপান করেও তামাক ছাড়ছে না বরং মৃত্যুবরণ করছে।

১৫ জানুয়ারি ২০২৩, রবিবার, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশন অডিটোরিয়ামে 'পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে) সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেসা বেগম, পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. খলিকুজ্জমান আহমদ ।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ এন্ড ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

তিনি জানান, এক কেজি তামাক পোড়াতে প্রয়োজন ১২ কেজি কাঠ। আর ৩০০ সিগারেটের জন্য কাটা হয় একটি গাছ। আর একটি সিগারেট উৎপাদনে ব্যয় হয় ৩.৭ লিটার পানির।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল। এ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স, বাংলাদেশ-এর লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট কাজী শরীফুল আলম।

এইচআইভির ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

রাজধানীর লালমাটিয়ায় এনজিও ফোরামের ট্রেনিং সেন্টারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের আয়োজনে ও সেভ দ্যা চিলড্রেনের সহযোগিতায় ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ৩ দিনের এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

নারী যৌনকর্মীদের এইচআইভি এইড্স সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ড্রপ ইন সেন্টার (ডিআইসি)-এর মাঠ সংগঠক ও আউটলেট ম্যানেজারদের নিয়ে এই মৌলিক প্রশিক্ষণ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের যুগ্ম-পরিচালক কে.এস.এম তারিক, এফ.এস. ডব্লিউ প্রজেক্টের প্রোগ্রাম টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট মাহবুবা রহমান, ট্রেনিং অ্যাডভোকেসি অফিসার মো. আইয়ুব খান, টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট শাহাদৎ হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার কায়েস উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান, লাইলা পারভীন।

রেস্তোরাঁয় স্মোকিং জোনের বিধান বাতিলের দাবি

হোটেল ও রেস্তোরাঁয় স্মোকিং জোন রাখার বিধান বাতিল করে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে, সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত পাশ করতে হবে বলে জানিয়েছেন হোটেল-রেস্তোরাঁ মালিকরা। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের সভাকক্ষে এবং ৫ই ফেরুয়ারি রবিবার সকালে বগুড়ার সৈকত হোটেলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় ও এডভ্যান্সমেন্ট অব হোটেল এন্ড রেস্ট্রুরেন্ট (আহার) বাংলাদেশ আয়োজিত "শতভাগ ধূমপানমুক্ত হসপিটালিটি গঠনে হোটেল রেস্তোরাঁ মালিকদের ভূমিকা" "শীর্ষক আলোচনা সভায় এমন আহ্বান জানান বক্তারা।

তারা আরও জানান, রেস্তোরাঁয় একটি স্থানে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলেও, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ায় পরোক্ষ ধূমপানের কবলে পড়ছেন অধূমপায়ীরা। এমনকি, পরোক্ষ ধূমপানের ফলে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি ৮৫% পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন জেলার রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের ফটোসেশন

শ্রীনগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও লায়ন ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের যৌথ উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রায় শতাধিক অসহায়, দরিদ্র মানুষকে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান হয়েছে। পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানো হয়।

১২ ফ্রেব্রুয়ারি শনিবার মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার আলমপুরস্থ ঢাকা আহছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হসপিটালে দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্পে ফ্রি চিকিৎসা নিতে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে ভিড় করেন মানুষ।

মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা নিতে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান লায়ন প্রফেসর ড. এম ফখরুল ইসলাম, আল করিম জেনারেল হসপিটালের করনারী কার্ডিয়াক ইউনিটের সিনিয়র অফিসার ড. উৎপল কুমার মন্ডলসহ ৪ জন ডাক্তার নিয়োজিত ছিলেন।

এছাড়াও হেনা আহমেদ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তার ও নার্সরা মেডিকেল ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের উদ্যোগে

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শনিবার রাজধানীর উত্তরাস্থ আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ)-এর উদ্যোগে হাসপাতাল প্রাঙ্গনে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশ্ব ক্যান্সার দিবস-২০২৩। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "আসুন ক্যান্সার সেবায় বৈষম্য দূর করি"। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল 'প্যানেল আলোচনা' ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কতৃক প্রথম প্রকাশিত 'এএমসিজিএইচ ক্যান্সার রেজিস্ট্রি রিপোর্ট'-এর মোড়ক উন্মোচন, কেক কাটা ও র‍্যালি।

প্যানেল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর বলেন, ক্যান্সার নিয়ে আমাদের কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমরা তা করতে পারছি না। ক্যান্সার সচেনতার জন্য আমরা মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারি। বিভিন্ন হাসপাতাল, সরকারি-বেসরকারি অফিসসহ পাবলিক প্লেসগুলোতে সচেতনতামূলক বিভিন্ন পোস্টার/লেখার মাধ্যমে আমরা এই সচেতনতাগুলো তৈরি করতে পারি।

তিনি আরও বলেন, ধুমপান বন্ধ করতে হবে। এটা না করলে ক্যান্সার রোধ করা সম্ভব না।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও এএমসিজিএইচ-এর গভর্নিং বডির সদস্য অধ্যাপক ডা. এম এ হাই, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন শাখা) মো. সাইদুর রহমান।

আরও উপস্থিত ছিলেন এএমসিজিএইচ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিশিষ্ট ক্যান্সার চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী, লাইন ডিরেক্টর (এনসিডিসি) অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রোবেদ আমিন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. দিপক কুমার সান্যালসহ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ ও অত্র হাসপাতালের চিকিৎসক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তরা।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি ও এএমসিজিএইচ-এর গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম।

বাজেটে তামাক দ্রব্যে অধিক হারে করারোপের দাবি

নারী, শিশু ও তরুণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আগামী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর অধিক হারে করারোপের দাবিতে ১৪ মার্চ, ২০২৩ ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সংহতি প্রকাশ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো।

পরোক্ষ ধূমপানের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, গর্ভবতী অবস্থায় পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে সন্তান জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাওয়া কিংবা মৃত সন্তান জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। এমনকি, মায়ের বুকের দুধও হ্রাস পায়। কর্মসূচিতে বক্তারা জানান, শুধু নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাই নয়, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর অধিকহারে করারোপের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত করা যাবে এবং প্রায় ৫ লক্ষ তরুণ-তরুণী অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়াও, কার্যকর করারোপের মাধ্যমে বাড়তি প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব।

গরীব ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের পেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম এএমসিজিএইচ প্রতিনিধি গোলাম মোর্শেদকে চেক হস্তান্তর করেন

গরীব দুস্থ ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সহায়তায় অনুদান প্রদান

২৮ জানুয়ারি ২০২৩, ৯ জন গরীব দুস্থ ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সহায়তায় আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালকে ৫,৫৫,৩৪৯/- টাকার ১টি চেক প্রদান করে। আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের প্রতিনিধি গোলাম মোর্শেদকে উক্ত চেকটি হস্তান্তর করেন। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সহ-সভাপতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, সাপোর্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আলম, ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মোখলেছুজ্জামান ও সহপ্রশাসনিক কর্মকর্তা সাগিনা সাবরিন প্রমুখ। উল্লেখ্য, আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালকে গরীব দুস্থ ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার্থে ২০ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদানকল্পে ২৭ আগস্ট ২০২২, একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। উপরোক্ত অর্থ হইতে এই টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ইতোপূর্বে ৮ অক্টোবর ২০২২, ৮০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)কে ২০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে।

কে এন এইচ আহ্ছানিয়া মিশন দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্র, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকাকে পরিচালনায় নভেম্বর ২০২১ হতে এ পর্যন্ত আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম মাসিক ১ লক্ষ টাকা প্রদান করে আসছে। পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরী (পথশিশু) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে এবং এর আওতায় এ যাবৎকাল ৮,৬০,০০০/- টাকা বিতরণ করেছে।

অনুষ্ঠানে কাজী রফিকুল আলম ও মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ সভায় উপস্থিত সুধীমন্ডলীকে আহ্ছানিয়া মিশনের মানবিক কার্যাবলী সম্মন্ধে সমাজের সর্বসাধারণকে অবহিতকরণের জন্য বিনীত অনুরোধ করেন যাতে সমাজের সচেতন মানুষরা আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবায় সম্পৃক্ত হতে পারেন।

'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ীরা

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে ধূমপানমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন খালিদ

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি বলেন, আমার মন্ত্রণালয়ের অধীন শিল্পকলা একাডেমীসহ সকল ক্ষেত্রকে ধূমপানমুক্ত করব।

তিনি বলেন, ধূমপান মরণ নেশা, এ নেশা থেকে দেশকে মুক্ত করতে ও প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন এবং ধূমপান ও তামাকের ভয়াবহতা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

২২ মার্চ ২০২৩ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশন অডিটোরিয়ামে 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মো. আব্দুল আজিজ, এমপি এবং সাইফুজ্জামান শিখর, এমপি। আলোচক হিসেবে ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার। আলোচক হিসেবে সিনিয়র সাংবাদিক ও টিভি টুডের প্রধান সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল জানান, সাংবাদিকদের কাজের স্বীকৃতি দিলে কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ বেড়ে যায়।

তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও তামাক কর বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২২' পেয়েছেন চার সাংবাদিক।

পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

‘ছোটদের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

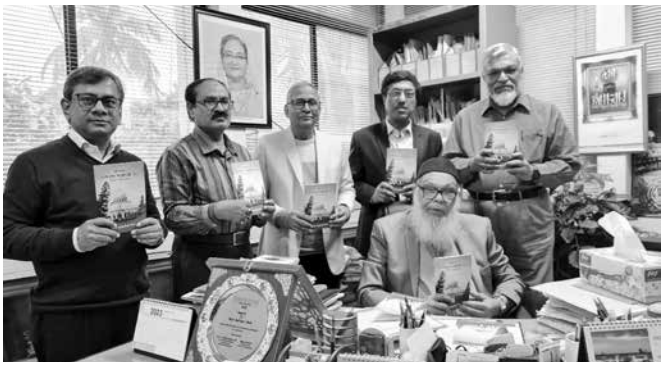

‘ছোটদের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মোড়ক উন্মোচিত হলো ‘ছোটদের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)’ শীর্ষক বইয়ের। সম্প্রতি রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম, নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল ও জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজাসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বইটির লেখক প্রফেসর ড. জাহানারা বেগম অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক, রছুলপ্রেমী হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-কে নিয়ে লেখা এই পুস্তিকাটি কোমলমতি ছোট বালক-বালিকারা তাঁর সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারে। ছোটদের এই ভক্তি ও ভালোবাসা তাদের অন্তরে বীজ রোপিত হয়ে থাকবে এবং বড় হয়ে তাঁর সম্পর্কে বিশদ জানার আগ্রহ তৈরি করবে। উল্লেখ্য, বইটি ২১শে বইমেলার ৮১২ নং আহ্ছানিয়া মিশন বুক স্টলে (মূল ক্যাম্পাস, পুকুরের ধারে) পাওয়া যায়। এবং সাতক্ষীরার নলতা শরীফের ওরছকালীন বুকস্টলেও পাওয়া যায়। বইটির প্রকাশক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন হেলথ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

রাঙ্গামাটিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা

সুলতানুল আউলিয়া কুতুবুল আকতাব গওছে জামানা আরেফ বিল্লাহ হজরত শাহ্সুফি আলহাজ্ব খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে খানবাহাদুর আহ্ছনউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি সংযোগ (মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক) এর আয়োজনে রাঙ্গামাটি পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মুলবক্তা হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবনী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ও সংযোগের সভাপতি ইকবাল মাসুদ। এসময় তিনি বলেন- হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এঁর মূলকথা ছিল মানবতা। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও মহান সূফী সাধক। তিনি বাঙালি মুসলমানদের অহংকার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংযোগের সাধারণ সম্পাদক ইমামুল ইসলাম সিকদার রনি, রিকভারী গেট টুগেদার আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক শামীম খানসহ আরও অনেকে। এসময় হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তব্যকালে বক্তারা বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন আমাদের জন্য রোল মডেল।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ

২২ মার্চ ২০২৩ আহছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ট্রেজারার ডা. এম এ জলিল, এবং AIICT-এর অধ্যক্ষ কাজী শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আহছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ১২ মাসে ১২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ ও আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি আয়োজন করে জানুয়ারি মাসে, ফেব্রুয়ারি মাসে- আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং, মার্চ মাসে- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।

আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

আহছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজ

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ আহছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজ ও AIICT-এর যৌথ উদ্যোগে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম। আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন AIICT-এর অধ্যক্ষ কাজী শহীদুল ইসলাম, আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান, এবং আহছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সুফিজম-এর সহকারী অধ্যাপক মাওলানা ওসমান গণী।

এআইটিভেট

আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (AITVET) ক্যাম্পাসে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ছোট পরিসরে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্ম শীর্ষক এক আলোচনা ও স্মৃতিচরণমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম. গোলাম শরফুদ্দিন, এবং AITVET শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। সভায় সভপতিত্ব করেন AITVET এর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মো. রবি-উল হাসান। সভায় খানবাহাদুর আহছানউল্লা(র.)-এঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বক্তারা।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এআইটিভেট প্রাঙ্গনে আয়োজিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টি.টি কলেজ অডিটরিয়ামে ২০ মার্চ ২০২৩ আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম। প্রধান অতিথি ছিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জি. এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল। এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, AIICT অধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, এআইএস-এর সহকারী অধ্যাপক উসমান গনি। এছাড়া কে.এ.টি.টি.সি-এর উপদেষ্টা প্রেফেসর ফতেমা খাতুন, অধ্যক্ষ শারমীন সুলতানা, শিক্ষক ও বি.এড, এম.এড প্রশিক্ষণীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

অধ্যক্ষ শারমীন সুলতানা বলেন 'আমরা ৩১ বছর ধরে যার নাম ধারণা করে সুনামের সাথে দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি হচ্ছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। সাধারণ শিক্ষক হতে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসন গ্রহণ করেন এই মহান পুরুষ। তিনি হিন্দু, মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সমতার লক্ষ্যে পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার রীতি প্রবর্তন করেন। ব্রিট্রিশ সরকার মুসলিম শিক্ষার ভার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর উপর ন্যাস্ত করেন। এবং তিনি বহু মকতব, মাদরাসা, মুসলিম হাইস্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেএটিটিসির প্রিন্সিপাল

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান উপলক্ষ্যে ওয়ান ব্যাংকের সাথে এমওইউ অনুষ্ঠিত হয়

আউস্টকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলো ওয়ান ব্যাংক

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ান ব্যাংক লিমিটিডের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওয়ান ব্যাংক সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান ও এমওইউ সই অনুষ্ঠিত হয় আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার রুমে সোমবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এমওইউতে সই করেন প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান ও ওয়ান ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনজুর মোস্তাফিজ। অ্যাম্বুলেন্সের ডামি চাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহীর হাতে তুলে দেন ওয়ান ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ.এস.এম. শহিদুল্লাহ খান।

এতে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস-চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ.এস.এম. শহিদুল্লাহ খান, ওয়ান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনজুর মোস্তাফিজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড ট্রাস্টিজের সদস্য ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাবেক সেক্রেটারি ড. এস. এম. খলিলুর রহমানসহ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ান ব্যাংক লিমিটিডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. খালেদ হাসান।

আউস্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকালে ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহীর নেতৃত্বে প্রথম পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে বিভিন্ন বিভাগ, ফ্যাকাল্টি ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, অফিস প্রধান, শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অ্যালামনাই ও শিক্ষার্থীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পথ ও কর্মজীবী শিশুদের উদ্যোগে শিশু সমাবেশ

অধিকার প্রকল্পের জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

রাজধানীর কমলাপুরে ঢাকা আহছানিয়া মিশন পরিচালিত অধিকার স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের উদ্যোগে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ১৭ই মার্চ অধিকার বেজ অফিস ও টিটিপাড়াস্থ শেখ কামাল ফুটবল স্টেডিয়ামে শিশু সমাবেশ ও 'বঙ্গবন্ধুর শৈশব' শীর্ষক উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

এই আয়োজনে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগরহণ করে। উপস্থিত বক্তৃতায় দুই এলাকায় পুরস্কার অর্জন করে মোট ৫ জন শিশু। অধিকার বেজ অফিসে মীম আক্তার, সুমাইয়া আক্তার এবং ইতিমনি। শেখ কামাল স্টেডিয়াম এলাকায় পুরস্কার লাভ করে বাদশা মিয়া এবং জয়।

উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অধিকার প্রকল্পের সিএমসি কমিটির সভাপতি খলিলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মফিজুর রহমান বাদল এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা শিশুতরীর প্রতিনিধি আছিয়া বেগম। এছাড়াও কয়েকজন অভিভাবক প্রতিনিধিও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম ইপিজেডে এডাল্ট লিটারেসি প্রোগ্রামের আওতায় পড়ালেখা করছে ফ্যাক্টরির শ্রমিকগণ

আবারো শুরু হলো ওয়ার্কপ্লেস এডাল্ট লিটারেসি প্রকল্প

পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের নিরক্ষরমুক্ত করতে চট্টগ্রাম ইপিজেডের ইয়াং অ্যান হ্যাট ফ্যাক্টরিতে আবারো শুরু হলো ডাম শিক্ষা সেক্টরের ওয়ার্কপ্লেস এডাল্ট লিটারেসি নামক একটি প্রকল্প। আমেরিকান ক্রেতা সংস্থা 'আউটডোর ক্যাপ'-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং ডাম ও ইয়াং অ্যান হ্যাট ফ্যাক্টরির যৌথ উদ্যোগে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। একবছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ফ্যাক্টরিতে কর্মরত সকল বয়স্ক নিরক্ষর নারীদের সাক্ষর দক্ষতা অর্জন করানো হবে। পাশাপাশি তাদের অব্যাহত ও জীবনব্যাপি শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে। দরিদ্র নারী শ্রমিকদের নিরক্ষরমুক্ত করতে ও শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ইয়াং অ্যান হ্যাট ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের শিক্ষাগ্রহণ সময় হিসেবে ওভারটাইম ভাতা প্রদান করবে। ইয়াং অ্যান হ্যাট ফ্যাক্টরি তাদের কারখানায় কাজ করা সকল নিরক্ষর নারীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আউটডোর ক্যাপ ও ইয়াং অ্যান হ্যাট এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

মুসলিম এইড বাংলাদেশ ও ডাম-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

মুসলিম এইড বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ডামের শিক্ষা সেক্টর ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৪০০ জন পথ শিশুর মধ্যে শীতবস্ত্র (জ্যাকেট, ট্রাউজার, মোজা, ভ্যাসলিন ক্রীম) বিতরণ করে। একই সাথে পবিত্র রমজানে ৪০০ জন পথশিশুকে ইফতার প্যাকেজ এবং মিরপুর, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীতে ৩০০ জন দরিদ্র পরিবারের মাঝে ৩০০০ ঢাকা সমমূল্যের ৩৬ কেজি খাদ্য-সামগ্রী বিতরণ করে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান এবং মুসলিম এইড বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস এর প্রোগ্রাম হেড ড. ফাদিয়া সুলতানা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

আউস্টে স্প্রিং-২০২২ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রি-২০২২ সেমিস্টারের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এইচ. খান অডিটরিয়ামে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও হুমায়ন রশিদ, সিআইপি। তিনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান মানব কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য আহ্বান করেন।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ফ্যাকাল্টির ডিন প্রফেসর ড. এস.এম. এ. আল মামুন ও অন্যান্যরা।

বৃত্তি পেলো নয়নতারা ইউসিএলসির তামিম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর পরিচালিত ইস্ট-আলোকন-২ প্রকল্পের নয়নতারা ইউসিএলসির শিক্ষার্থী মো. তামিম সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এ্যাসোসিয়েশন কতৃক আয়োজিত বৃত্তি পরিক্ষায় নয়নতারা ইউসিএলসির তিনজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত পরীক্ষাটি গত ২৫ নভেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৃত্তি পরীক্ষায় নয়নতারা ইউসিএলসির তিনজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলে তাদের মধ্যে মো. তামিম সাধারণ বৃত্তি লাভ করে।

নয়নতারা ইউসিএলসি শিক্ষার্থী তামিম

মো. তামিম নয়নতারা ইউসিএলসিতে হতে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৮ম শ্রেণি পাশ করে। সে বর্তমানে ন্যাশনাল আইডিয়াল বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যায়নরত আছে।

ডাম শিক্ষা সেক্টরর এডুকেশন সামিট-২০২৩ এ অংশগ্রহণ

এডুকেশন সামিটে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য প্রদান করছে জ্যোতি ইউসিএলসির শিক্ষার্থী

জাতীয় পর্যায়ে ২০১৯ সাল থেকে করোনা পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফেরাতে গঠিত 'নিরাপদ ইশকুলে ফিরি' জোট শিক্ষা সামিট ২০২৩ এর আয়োজন করে। ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ মিলনায়তনে দিনব্যাপী আয়োজিত এ সামিটে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর তাদের শিক্ষা মডেল নিয়ে অংশগ্রহণ করে। সামিটে একটি স্টলে ডামের উন্নয়নকৃত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন করা হয় ও শিক্ষা মডেলের বিভিন্ন বিষয় সকলে অবহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশ সেশনে ডাম শিক্ষা সেক্টরের জ্যোতি ইউসিএলসির অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবু হেনা রুমি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। ১৯টি জাতীয় ও আন্তজাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩৫০ জন এই সামিটে অংশগ্রহণ করেন। এখন থেকে এই জোট 'এডুকেশন অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ (ইএবি)' নামে সবার জন্য একীভূত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে কাজ করবে।

সূচনা পর্বে সেভ দ্য চিল্ড্রেন ইন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর অনো ভ্যান ম্যানেন বলেন, এই জোটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একসাথে কাজ করা চালিয়ে যাওয়া যেন একত্রে মিলে আমরা আরও বেশি সংখ্যক শিশুদের কাছে পৌঁছাতে পারি যাদের আমাদের সহায়তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। নীতিনির্ধারকদের কাছে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব সকলের সমন্বিত দায়িত্ব। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বে গণস্বাক্ষর অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সংগঠিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সবাই মিলে আরও শক্তিশালীভাবে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনের শেষে ঘোষণাপত্রে বলা হয়, এই জোট মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জগুলো দূর করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সরকারকে সহায়তা করবে।

৪০০ পথশিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র প্যাকেজ উপহার প্রদান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের মাধ্যমে ৪০০ জন সুবিধাবঞ্চিত কর্মজীবী ও পথ শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্যাকেজ উপহার প্রদান করা হয়েছে। শীতবস্ত্র প্যাকেজে প্রতিটি শিশুর জন্য উলের তৈরি একটি হুডি জ্যাকেট, একটি ট্রাউজার, পায়ের একজোড়া মোজা এবং ত্বক সুরক্ষার একটি ভ্যাসলিন। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় কোল্ড ওয়েভ প্রিভেনটিভ অ্যাসিসটেন্স টু দ্যা কোল্ড অ্যাফেকটেড পিপল প্রকল্পের আওতায় ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২৩ এই শীত উপহার প্রদান করা হয়। রাজধানীর মতিঝিল, কমলাপুর, টিটিপাড়া, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকার স্কাউটমাঠ ও ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার হতে ১৮০ জনকে এবং রায়েরবাজার, মোহাম্মাদপুর বেড়িবাঁধ এলাকার ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয় থেকে ২২০ জন শিশুদের মাঝে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

প্যাকেজ প্রদান অনুষ্ঠানে পথশিশুদের সাথে ডাম, মুসলিম এইড ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

শিশুদের হাতে শীতবস্ত্র উপহার তুলে দিতে উপস্থিত ছিলেন মিশনের শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান, মুসলিম-এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর প্রোগ্রাম ফাদিয়া সুলতানা, ৪৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার মো. বাদল সরদার এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর ঢাকার ডেপুটি ডিরেক্টর মো. আজিজুল ইসলাম। অন্যদিকে মোহাম্মাদপুর এলাকায় পথশিশুদের হাতে উপহার প্রদান করেন ঢাকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কেএম শহীদুজ্জামান, ৩৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার আসিফ আহমেদ ও মুসলিম এইড ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজির অধ্যক্ষ সাখি বাড়ৈ ও অন্যান্য সমাজসেবায় ব্রত ব্যক্তিবর্গ।

আউস্ট ও বিটাকের মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত

পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার জন্য আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আউস্ট) ও বিটাকের মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে গত ২৩ মার্চ ২০২৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এ চুক্তিতে আউস্টের পক্ষে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান ও বিটাকের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর (এইচকিউ) ড. সৈয়দ মো. এহসানুল করিম স্বাক্ষর করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী এবং বিটাকের ডিরেক্টর জেনারেল আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর উপস্থিতে এই এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এমপিই বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মাজহারুল ইসলাম, প্রফেসর ড. দেওয়ান হাসান আহমেদসহ এমপিই বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও বিটাকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিএফইডির উদ্যোগে যশোরের খামারবাড়িস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডিডি অফিসে ভিক্ষুকদের মাঝে অনুদান প্রদান

খুলনা ও যশোরে ৮০ জন ভিক্ষুকদের মধ্যে অনুদান প্রদান

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ৮ অক্টোবর ২০২২, আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) কে ২০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে।

যশোর এবং খুলনায় ৮০ জন ভিক্ষুককে এই টাকা প্রদান করে ডিএফইডি।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খুলনায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে ৩০জন উদ্যমী ভিক্ষুকদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পুলক কুমার মন্ডল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মো. সাইফুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা শাখা মিশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হামিদুল হক, ডিএফইডি'র কো-অর্ডিনেটর (কৃষি) কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, বরিশাল জোনের জোনাল ম্যানেজার, যশোর জোনের জোনাল ম্যানেজার এবং ডিএফইডি'র বিভিন্ন ব্রাঞ্চের ম্যানেজারগণ। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সহ-সভাপতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ।

এদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ যশোরে ৫০ জন উদ্যমী ভিক্ষুকদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। যশোরের খামারবাড়িস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডিডি অফিসে অনুষ্ঠিত অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. মন্জুরুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার সুশান্ত কুমার তরফদার।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা ও আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের আরও উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলার শাখা মিশনের সভাপতিবৃন্দ, ডিএফইডি'র কো-অর্ডিনেটর (কৃষি) কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, যশোর ও বরিশালের জোনাল ম্যানেজার এবং ডিএফইডি'র বিভিন্ন ব্রাঞ্চের ম্যানেজারগণ।

উল্লেখ্য, খুলনা জেলায় ৩০ জন উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে প্রতিজনে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয় এবং যশোর জেলায় ৫০ জনের মধ্যে ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

মনোহরদীতে নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নে নারান্দী শরাফত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ১২ মার্চ ২০২৩, রোববার নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে আয়োজিত এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাদিকুর রহমান শামীম। আরও উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র কো-অর্ডিনেটর(কৃষি) ও সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির ফোকাল পার্সন কৃষিবিদ মো. নিয়ামূল কবীর, ডিএফইডি'র নরসিংদী-০২-এর এরিয়া ম্যানেজার মো. তৌহিদুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির ইউনিয়ন সভাপতি, প্রকল্পের স্টাফ ও এলাকার সর্বস্তরের জনগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ডিএফইডি কতৃক এ ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন প্রশংসার দাবীদার। এই আয়োজন নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি করে দেয়। প্রবীনদের একাকীত্ব দূর করার এ প্রক্রিয়া যেন চলমান থাকে তা ডিএফইডি'র নিকট প্রত্যাশা করছি।

ডিএফইডি'র অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২৬ জানুয়ারি ২০২৩ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) 'র যশোর ও বরিশাল জোনের 'অর্ধ-বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' ডিএফইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয়সভায় উপস্থিত থেকে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান। সভা সঞ্চালনা করেন ডিএফইডি'র যশোর জোনের জোনাল ম্যানেজার মো. আসলাম উদ্দীন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডিজিএম আর এম ফরহাদ, যশোর ও বরিশাল জোনের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ।

লিটল ডাকলিংস প্রাঙ্গনে জাতীয় শিশু দিবস উদযাপনে ক্ষুদে শিশুরা

উৎসবে আয়োজনে লিটল ডাকলিংস

হাঁটি হাঁটি পা পা করে অনেকটাই পরিণত এখন লিটল ডাকলিংস। পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে ২০২৩ সালেই।

নতুন শিক্ষাবর্ষে প্লে ক্লাসের নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানো হয় বেলুন, হেড গিয়ার দিয়ে। শিক্ষার্থীরা খুব আনন্দের সাথে বিদ্যালয়ে আসে এবং শ্রেণি কার্যক্রম উপভোগ করে।

এ উপলক্ষ্যে দিনটিকে সামনে রেখে বিশেষ আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম শিশুদের সাথে কেক কেটে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিনটি উপভোগ করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দীন এবং লিটল ডাকলিংস-এর পরিচালক কাজী আলী রেজা।

এরপর চিরায়ত প্রথা তথা বাঙালি উৎসবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য সংস্কৃতি ও পৌষ পার্বন উপলক্ষ্যে লিটল ডাকলিংস প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় পিঠা উৎসব ২০২৩। অভিভাবকের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় দিনটি সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়। শিশুদের বিভিন্ন রকমের মুখরোচক পিঠা সম্পর্কে জানতে পারে। নানান রঙের পোশাকে শিশুদের অংশগ্রহণ ও গানের ছন্দে দিনটি উদযাপন করা হয়। অন্যদিকে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করে লিটল ডাকলিংস-এর ক্ষুদে শিশুরা। রঙিন পোশাক ও সাজগোজে নেচে গেয়ে ও মুখরোচক খাবারে এই দিনটি তারা উপভোগ করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মাকে মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে এক শিশু

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম এবং লিটল ডাকলিংস-এর পরিচালক কাজী আলী রেজা।

লিটল ডাকলিংস-এর ক্ষুদে শিশুদের অংশগ্রহণে পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩। ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে তারা লিটল ডাকলিংস প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে। আমার ভাইয়ের রক্তেহ রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের সাথে তারা একত্রিত হয়ে এই শ্রদ্ধা জানায়। এরপর ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তারা গল্পের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারে।

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। এদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। লিটল ডাকলিংস-এর ছোট্ট শোনামনিরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এ দিনটি পালন করে। শিশুরা তাদের শিশু দিবসের ব্যানার তৈরি করে। বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় "যেমন খুশি তেমন সাজো"। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের পছন্দ মত সাজে সেজে আসে এবং তাদের পছন্দের পোশাকে আনন্দের সাথে বিদ্যালয়ে বন্ধুদের সাথে সেদিনটি কাটিয়েছে।

একই সাথে ২৬ মার্চ ২০২৩ জাতীয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস পালন করে তারা। এদিন তারা জাতীয় পতাকা রং করে এবং স্বাধীনতার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারে। জাতীয় সংগীত শুদ্ধভাবে গাইবার চেষ্টা করে এই দিনে।

অন্যদিকে ৮ মার্চ ২০২৩ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষ্যে শিক্ষকের সাহায্যে লিটল ডাকলিংস-এর শিশুরা তাদের মা, খালা, নানুকে মুকুট পরিয়ে দেয়।

বিকালের স্ন্যাকস পার্টি

ডেকেয়ারের সকল শিশুরা শিক্ষকদের সাথে তাদের বিকালের খাবার তৈরি করে। এভাবে তাঁরা স্বাস্থ্যকর খাবারের উপকারিতা শিখে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহও বাড়ে।

এদিকে এসময়ের মধ্যে সুইডিশ আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেটর অ্যানিকা ক্যালেবো লিটল ডাকলিংস শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক- শৈলী, শিক্ষা, খেলার উপকারিতা, খেলার মাধ্যমে শেখা ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ সেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এএমসিসির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন

স্কুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট দিচ্ছে এক ক্ষুদে শিক্ষার্থী

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরী (এএমসিসি) শিশুদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মধ্যে শিশুকাল থেকেই নেতৃত্বের বিকাশ উন্মোচিত করার জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকাল ৯.৩০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্টুডেন্ট কাউন্সিলের ৭টি পদের জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পদসমূহ হলো পরিবেশ সংরক্ষণ, পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপন ও বাগান তৈরি এবং অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন। এ সকল পদের জন্য ১৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ভোট গণনা শেষে বিকেল ৫টায় নির্বাচন কমিশনার মো. আরমান নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তারা হলো যথাক্রমে সিয়াম ৫ম শ্রেণি, আব্দুর রহমান ৫ম শ্রেণি, সাকিব ৩য় শ্রেণি, জুনায়েদ ৪র্থ শ্রেণি, জুনায়েদ ২য় শ্রেণি, রাসেল ৪র্থ শ্রেণি, রিফাত ৩য় শ্রেণি, রাব্বি ৫ম শ্রেণি, ফাহিম ৪র্থ শ্রেণি, হাসান ৪র্থ শ্রেণি, সুমন ৫ম শ্রেণি, জুনায়িদ ৫ম শ্রেণি, সুমন ৫ম শ্রেণি, আরাফাত ২য় শ্রেণি, সাজিদ ২য় শ্রেণি, সুলতান ৩য় শ্রেণি, ফরিদ ২য় শ্রেণি, সাকিব ৪র্থ শ্রেণি।

উল্লেখ্য যে, মোট ৭৭ জন ভোটারের মধ্যে ৭৫ জন ভোটে অংশগ্রহণ করে এবং ২টি ভোট বাতিল বলে গণ্য হয়। শিশুরা নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য শিশুদের মধ্য থেকে একজন নির্বাচন কমিশনার, একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। এরা হলো যথাক্রমে নির্বাচন কমিশনার মো. আরমান ৫ম শ্রেণি ও প্রিজাইডিং আফিসার উদয় শেখ। নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়। নির্বাচনে মোট ১৯ জন মনোনয়ন সংগ্রহ এবং জমা প্রদান করেছিল। নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী হওয়ার জন্য শর্ত অনুযায়ী মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশনার ১৮ জন প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ প্রদান করে। নির্বাচনের সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষক মো. রশিদুল হক ও সহযোগিতায় শিক্ষকবৃন্দ, আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী।

জাতির জনকের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

জাতির জনকের জন্মদিন উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজিত রচনা ও অংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুনগরীর সকল শিশু এবং স্টাফরা একত্রিত হয়ে সমবেতভাবে র‍্যালি শিশুনগরী হতে পাশের এলাকা হয়ে শিশুনগরীতে ফিরে আসে। এরপর আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর শিশুদের অংশগ্রহণে শুরু হয় জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে রচনা ও অংকন প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভা। আলোচনা সভা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুনগরীর কর্মীগণ ১৭ মার্চ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। শিশুনগরীর সেন্টার ম্যানেজার শিশুদের ১৭ মার্চ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। শিশুনগরীর বিজয়ী শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ শেষে সকলকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এএমসিসি-তে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে উদ্‌যাপিত হলো মহান স্বাধীনতা দিবস। দিনটির শুরুতে নগরীর ম্যানেজারের নেতৃত্বে সকল শিশু শিক্ষক ও কর্মকর্তা মিলিতভাবে একটি র‍্যালি তালমা বাজার পদক্ষিণ করে শিশুনগরীতে ফিরে আসে। র‍্যালি শেষে শিশুদের মধ্যে চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে শুরু হয় আলোচনা সভা।

আলোচনা সভায় সেন্টার ম্যানেজার দীপক কুমার রায় তার সমাপনী বক্তব্যে দেশের প্রতি সকলের দেশাত্ববোধ তৈরিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগানোর আহবান জানান।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত সাংবাদিক ওরিয়েন্টেশনে বক্তব্য রাখছেন নারায়ণগঞ্জ ডিসি মঞ্জুরুল হাফিজ

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট অ্যাকশন : না.গঞ্জ ডিসি হাফিজ

আর নয় বাল্য বিয়ে, এগিয়ে যাবো স্বপ্ন নিয়ে- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ প্রকল্প বিষয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ মার্চ ২০২৩ জেলা প্রশাসন এবং প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মঞ্জুরুল হাফিজ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এ জেলায় আমি আসার পর থেকে বাল্য বিবাহের তেমন একটা অভিযোগ পাইনি। অন্যান্য জেলার চেয়ে এখানে বাল্য বিবাহের সংখ্যা অনেকটাই কম। তারপরেও আমার জন্য এটা একটি চ্যালেঞ্জ। কোথাও কেউ যদি এধরণের কাজ করতে চায় জানাবেন। আমি ডিরেক্ট অ্যাকশন নিবো। কোন ছাড় দেয়া হবে না। ডিসি বলেন, যদি স্মার্ট দেশ গড়তে হয় তাহলে সন্তানদেরকেও স্মার্ট করে গড়ে তুলতে হবে। তাই নারী-পুরুষ সমতা নিয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। আর এসব সচেতনতামূল প্রচারণায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে একমাত্র সাংবাদিকরাই। প্রথমত আইনের প্রয়োগ দরকার। দ্বিতীয় সমাজে প্রচার করতে হবে। তাই গ্রামে গ্রামে ছুটে যেতে হবে। বাল্য বিবাহে সংশ্লিষ্ট হলে ২ বছর কারাদন্ড দেয়ার বিধান রয়েছে অনাদায়ে ৫০ হাজার টাকা।

এসময় আহছানিয়া মিশনের বিভাগীয় কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে এবং জেলার সমন্বয়কারী তপন কুমার সরকারের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা এনডিসি রাসেল নূর, জেলা তথ্য অফিসার, ওইমেন একুয়ারসের উপ পরিচালক মো. মাহাবুবুর আলম, ফতুল্লা শাখা ম্যানেজার লুৎফর রহমানসহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টসহ অন্যান্য গণমাধ্যমকর্মীরা।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পঞ্চগড়স্থা আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব তৈরিতে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২৩ আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা, মিউজিক্যাল চেয়ার, দীর্ঘ লম্ফ, উচ্চ লম্ফ, ব্যাঙ দৌড়, মোড়গ লড়াই, হাড়ি ভাঙা এবং বেলুন ফুটানো ও যেমন খুশি তেমন সাজো।

সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে ছিল দেশের গান, গজল,পল্লীগীতি, একক অভিনয়, আবৃতি, নৃত্য, ছড়া অভিনয় ও কৌতুক ইত্যাদি।

শিশুনগরীর মো. রাসেল রানার কৃতিত্ব

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ এ অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বৃত্তি পায় আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র মো. রাসেল রানা।

শিশু রাসেল হবিগঞ্জ জেলার মাধরপুর থানার মিলনগর গ্রামে তার বাড়ী। বাবা ফয়সাল ও মা মোছা: ফরতিংগা। শিশু রাসেল এর বাবা নেই। মা জীবিকার তাগিদে অন্যের বাসায় কাজ করে। তারা দুই ভাই, তার মধ্যে রাসেল বড়। তার বয়স যখন ৭ বছর তখন তার মা জীবিকার তাগিদে রাসেলকে ভিক্ষা বৃত্তিতে পাঠায়। তার কাছে ভিক্ষাবৃত্তি ভালো না লাগায় কাউকে কিছু না জানিয়ে তার ট্রেনে করে সে ঢাকার কমলাপুর ষ্টেশনে চলে আসে। সে মানুষের কাছে চেয়ে চেয়ে খেত। এমন অবস্থায় সেতু সেন্টার সমাজকর্মীর সাথে সাক্ষাত হলে তার বিষয়ে জানতে পেরে তাকে সেতু সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে অস্থায়ী ভাবে খাওয়া ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করে দিত। সেখান থেকে পাইকপাড়া সেন্টার হয়ে শিশু নগরীর সমাজকর্মী কামরুল ইসলাম এর মাধ্যমে শিশু রাসেল আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে চলে আসে। তখন শিশুটির বয়স ছিল ৭ বছর।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে ২০১৭ সালে এসে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ভর্তি রোল ছিল ৫৩। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩য় স্থান অধিকার করে। শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ভাল ফলাফল করে। সর্বোপরি ২০২২ সালে ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। পঞ্চগড় জেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩জন ছেলে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে। তাদের মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিশু রাসেল রানা একজন। সে দাবা খেলায় পারদর্শী। সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে যশোর জেলা রেফারেল ডিরেক্টরি তৈরির জন্য আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা

শিশু নগরীতে বই বিতরণ উৎসব

পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে ১ জানুয়ারি ২০২৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিতরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহছানিয়া মিশন শিশুনগরীর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম মুছা কলিমুল্লাহ প্রধান, আহছানিয়া মিশন শিশু নগরীর সেন্টার ম্যানেজার দীপক কুমার রায়সহ কৃষি সুপারভাইজার, শিক্ষক, সমাজকর্মী ও আবাসিক কেয়ারটেকার। সভাপতির বক্তব্যে সেন্টার ম্যানেজার বলেন, বিনামূল্যে বই দেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি শিশুদের বছরের শুরু থেকেই ভালোভাবে পড়ালেখা করার আহবান করেন এবং প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন সম্পন্ন করতে পরামর্শ দেন। পাশাপাশি নতুন বইয়ের যত্ন নিতে বলেন।

প্রধান অতিথি গোলাম মুছা কলিমুল্লাহ প্রধান শিশুদের বিভিন্ন দিক নিদেশর্নামূলক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ভালোভাবে পড়ালেখা করলে জীবন পাল্টে যাবে, পড়ালেখা ছাড়া জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। তিনি শিশুদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রথম নিজের বাড়ি মনে করতে হবে।

এবারের বই বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠানে শিশুদের স্বত:স্ফূর্ততা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে ।

অনুষ্ঠানে শিশুরা কবিতা আবৃতি ও দেশের গান পরিবেশন করে। শিশুদের কবিতা আবৃতি ও গান শুনে প্রধান অতিথি মুগ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের দক্ষতা ধরে রাখতে পারলে জীবনে সফলতা আসবে। তাঁর কথা শিশুদের আরও বেশি উৎসাহিত করেছে এবং শিশুদের মধ্যে একটি চাঞ্চল্যভাব সহ সৃজনশীলতা এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব তৈরিতে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকতা কর্মচারীবৃন্দ শিশুদের হাতে ২০২৩ সালের নতুন বই তুলে দিয়েছেন।

সর্বশেষে, সেন্টার ম্যানেজার সকল শিশুদের বই বিতরণ শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত বই বিতরণ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাল্যবিবাহ নিরোধ, শিশুসুরক্ষা বিষয়ে কর্মশালা

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ ও বিধিমালা ২০১৮, জেন্ডার সমতা ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে ২মার্চ নারায়ণঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিকদে'র নিয়ে কর্মশালা অনুষ্টিত হয়। জেলা প্রশাসন ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. মঞ্জুরুল হাফিজ। বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম, জেলা তথ্য অফিসার মো. কামরুজ্জামান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ফিরোজ আহম্মেদ, জেলা সমন্বয়কারী তপন কুমার সরকারসহ নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র সাংবাদিকগণ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে নানা আয়োজনে বাংলাদেশে পলিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য "ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন"।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ মার্চ, ২০২৩ রাজধানীর শ্যামলী পার্ক মাঠে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে ও গ্লোবাল ফান্ড/সেভ দি চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ বাস্তবায়িত 'কমপ্রিহেনসিভ এইচআইভি প্রিভেনশন প্রোগ্রাম ফর ফিমেল সেক্স ওয়ার্কারস এন্ড দেয়ার ক্লাইন্টস' ইন্টারভেনশনের অর্থায়নে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প ও আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহায়তায় দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় আলোচকরা নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. আজিজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএনএইডস'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. সায়মা খান, ডিএনসিসির ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইদ হাসান নুর (রাষ্টন)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

মিরপুর, ঢাকা।

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রকল্প)

প্লট নং-এম-১/বি এবং এম-১/সি, সেকশন-১৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোন: ৪৮০৪০১২৮, ৫৮০৫৫৯৬২, ৫৮০৫৩০৯১, ০১৭৩২-১৪৮৯১৯, ০১৭৬২-০২৯৫২৬

E-mail: amcgh.mirpur@gmail.com, Website: http://www.ahsaniacancer.org

আমরা আপনার স্বাস্থ্যসেবায় **২৪ ঘণ্টা** নিয়োজিত

- গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ এবং মিনি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের ব্যবস্থা
- জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অনকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা
- হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও পি.সি.ইউ-তে ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তির ব্যবস্থা
- অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে আই.সি.ইউ-তে সেবা গ্রহনের ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনকোলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- প্রায় সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজী, মেডিসিন ও সার্জারী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
- স্ত্রীরোগ বিভাগে গাইনী অপারেশন এবং ডেলিভারী ও সিজারের ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানের কেমোথেরাপী ডে-কেয়ার সেন্টার
- ৪টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে, জেনারেল সার্জারী, অনকোসার্জারী, অর্থোপেডিক, ই.এন.টি ইত্যাদি বিষয়ের সার্বক্ষণিক অপারেশনের ব্যবস্থা
- স্বল্পমূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফীসহ ফুল-বডি চেকআপের ব্যবস্থা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে আপনাকে স্বাগতম

দক্ষিণবঙ্গে উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান

খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

KHULNA KHAN BAHADUR AHSANULLAH UNIVERSITY

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত

Admission Going On...

Programs

- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- B. A. (Hons.) in English
- B. A. (Hons.) in Information Science & Library Management (ISLM)
- Master of Business Administration (MBA)

Address:
140, KDA, Khan Bahadur Ahsanullah Road, Choto Boyra
(Beside Khulna Medical College), Sonadanga, Khulna-9000

Mobile:
01741-238636, 01730-793970

E-mail:
kkbau.edu.bd@gmail.com, registrar.kkbau@gmail.com

Facebook: kkbau.edu.bd

আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

AHSANULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLY

(Sponsored by the Dhaka Ahsania Mission and approved by the Government of the People's Republic of Bangladesh)

Ahsanullah University of Science and Technology is engaged in developing human resources in the fields of science, engineering, technology and business to meet the ever-changing needs of the society in the perspective of the highly complex and globalized world. The curricula of the university are designed to produce quality graduates imbued with the spirit of ethical values and equipped with knowledge and skills appropriate to their professional fields. AUST was founded by the Dhaka Ahsania Mission, a non-profit voluntary organization established in 1958 by Khan Bahadur Ahsanullah, an outstanding educationist and social reformer of the subcontinent.

Offered programs : B.Sc.in Civil Engg,B.Sc in Computer Science and Engg, B.Sc in Electrical and Electronic Engg, B.Sc in Textile Engg,B.Sc in Mechanical Engg, B.Sc in Industrial and Production Engg, B. Arch, B.B.A, M.Sc in Civil Engg, M.Sc in Electrical and Electronic Engg,M. Arch,M.Sc in Mathematics, EMBA and M.B.A

Details our website : www.aust.edu

10617

মিশন বার্তার নতুন পথচলায় আমাদের
শুভকামনা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি
এই হাসপাতালে দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কম খরচে
ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবার
নিশ্চয়তা

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

প্লট-০৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

+৮৮০২-৫৫০৯২১৯৬-৭ ০১৮৪৭ ৩৫৯২০১ www.amcghbd.org info@amcghbd.org /ahsaniacancer

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪৫ ● সংখ্যা ১ ● জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

অগ্রযাত্রার ১৫ তম বর্ষে আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীর
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের শরিয়াহ্ ভিত্তিক সেবাসমূহ

আমানত সেবাসমূহ ঃ

=> আল ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব (১-৩০ বছর)
=> মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব (১-১৫ বছর)
=> মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব (৩ মাস/৬ মাস ও ১-৩ বছর)
=> মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব (১-৩ বছর)
=> মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

অর্থায়ন সেবাসমূহ ঃ

=> হজ্ব পালনে অর্থায়ন
=> ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বাড়ি/ফ্ল্যাট/ফ্লোর নির্মাণ, ক্রয় ও সংস্কারের জন্য অর্থায়ন
=> আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন
=> বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চলতি মূলধনে অর্থায়ন
=> ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি

১৫ বছরের পথচলায়
সেবার মানে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে

Save for Hajj.হজ্বের জন্য সঞ্চয়
হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৫৭১৬৪৬৭২, ৪৭১১৯৩৮৮
www.hajjfinance.net

CELEBRATING 15TH ANNIVERSARY (2007 - 2022)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০